



বিকশিত ভারতের ভাবনা বিশ্বকে পথ দেখাবে: মোদী

চেন্নাই, ১১ অক্টোবর: বিকশিত ভারত গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় নতুন ভাবনা এবং সমাধান শুধু ভারতের ভবিষ্যৎই তৈরি করবে না, গোটা বিশ্বেকে পথ দেখাবে। রবিবার তামিলনাড়ুর চেন্নাইতে জয়গোপাল গারোদিয়া হিন্দু বিদ্যালয় ম্যাট্রিকুলেশন হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে দেশের ছাত্র-যুবদের উদ্দেশ্যে এই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

নবরাত্রির প্রথম দিনে তামিলনাড়ু সফরের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আজ নবরাত্রির প্রথম দিন। এই ভূমি শিব ও শক্তির পবিত্র ভূমি। তামিলনাড়ুর পুণ্যভূমিতে পা রাখা এবং দেবী সরস্বতীর সাধকদের

(ছাত্র-ছাত্রীদের) মাঝে উপস্থিত হওয়া, নবরাত্রির এর চেয়ে সুন্দর সূচনা আর কিছু হতে পারে না। আমি আমার তরুণ বন্ধুদের মধ্যে যে উদ্দীপনা দেখছি, সেই ইতিবাচক শক্তি আমি সরাসরি অনুভব করতে পারছি।’

দেশের তরুণ প্রজন্মের ওপর পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘আজ গোটা বিশ্ব বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের দিকে তাকিয়ে রয়েছে এবং সেই সমাধান দেওয়ার ক্ষমতা ও সম্ভাবনা তোমাদের মধ্যেই রয়েছে। বর্তমান ভারতে সম্ভাবনার অনন্ত দিগন্ত উন্মুক্ত। আমি চাই প্রতিটি তরুণ তাদের ভবিষ্যৎকে এক বৃহৎ প্রেক্ষাপটে দেখুক। কারণ এই সমস্যা তোমাদের, এই সুবর্ণ সুযোগ তোমাদেরই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস,

আমাদের এই স্বপ্ন নিশ্চয়ই পূরণ হবে এবং আমরা সকলে মিলেই তা সফল করব।’

দেশকে শক্তিশালী ও স্বনির্ভর করে তুলতে রাজ্যগুলির সামগ্রিক বিকাশ অত্যন্ত জরুরি বলে মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার তামিলনাড়ুর চেন্নাই সফরে এসে ১৩,০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক পরিকাঠামো ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস এবং উদ্বোধন করেন তিনি। অনুষ্ঠানে একই ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী সি জেসেফ বিজয়। অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘দেশকে মজবুত করতে হলে রাজ্যগুলিকে শক্তিশালী করা অপরিহার্য। আর সেই কারণেই তামিলনাড়ুর মতো উৎপাদনশীল

রাজ্যে কেন্দ্র উৎপাদন শিল্পে বিশেষ জোর দিচ্ছে। কেন্দ্রের ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ এবং ‘ভোকাল ফর লোকাল’ের মতো উদ্যোগগুলি তামিলনাড়ুর অর্থনীতিকে সরাসরি সমৃদ্ধ করছে।’

তিনি উল্লেখ করেন, ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে অগ্রগতির ফলে দেশে প্রত্যাক ও পরোক্ষভাবে লক্ষাধিক যুবকের কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে এবং তামিলনাড়ু এই সাফল্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নগরোন্নয়ন ও গণপরিবহণের ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী জানান, শহরাঞ্চলে মানুষের জীবনযাত্রা সহজতর করতে পাবলিক ট্রান্সপোর্টের আধুনিকীকরণ কেন্দ্রের অগ্রাধিকার। চেন্নাইয়ে শুরু হওয়া এই প্রকল্পগুলি দৈনন্দিন

যাতায়াত সুগম করার পাশাপাশি বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে গতিশীল করবে এবং যুবসমাজের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে।

তামিলনাড়ুর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ সম্পর্কের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী স্বরণ করেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এম করুণানিধি এবং জয়ললিতার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল আমার। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর জয়ললিতা ও উন্নীরসেলভম, ই পলানিস্বামী এবং এমকে স্ট্যালিনের সঙ্গেও কাজ করেছি। তামিলনাড়ুতে একাধিক সরকারের পরিবর্তন হলেও রাজ্যের মানুষের সেবা ও সার্বিক উন্নয়নের সংকল্প কখনও বদলায়নি। মুখ্যমন্ত্রী জোসেফ বিজয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমরা সেই উন্নয়নের ধারা এগিয়ে নিয়ে চলেছি।’

সিজেপির আন্দোলনে বাংলাদেশ যোগ স্পষ্ট!

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর: বছর দুই আগে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে সামিল হয়েছিলেন। তারপর তাঁর মুখে হাজারও ভারত-বিরোধী মন্তব্য শোনা গিয়েছে। এমনকী শিলিগুড়ি সীমান্তে ‘চিকেনস কনক’ নাকি বাংলাদেশের কেড়ে নেবে বলেও হুমকি দিয়েছিলেন তিনি। পরবর্তী সময়ে বাংলায় নির্বাচনে লড়ে অন্যতম বিরোধী নেতা হয়ে ওঠেন। এবার তিনি ভারতের ছাত্রদের আন্দোলনকে বিশেষত ‘ককরোচ’দের জোরাল বেষ্ট্রকে ধন্যবাদ জানালে বিচারপতি জয়মালা বাগচি মন্তব্য করেন, ‘আমাদের ধন্যবাদ জানানোর কোনও প্রয়োজন নেই। দেশের সেবার আমরা সর্বদা প্রস্তুত।’ শুনানির শুরুতে বেষ্ট্র স্পষ্ট করে জানায়, তালিকাভুক্ত মামলায় পাশাপাশি যে আইনজীবীরা এই ইস্যুতে জরুরি উল্লেখ করতে চান, তাঁদের প্রত্যেককেই নিজের বক্তব্য পেশের সুযোগ দেওয়া হবে। আদালত কক্ষের ডান দিক থেকে বাঁ দিক, পর্যায়ক্রমে সকল পক্ষের বক্তব্য শুনবে আদালত। শুনানির শুরুতে বেষ্ট্র আন্দোলনকারীদের বৈআইনি ভাবে আটক এবং দিল্লিতে ১৬৩ ধারা (সাবেক ১৪৪ ধারা) জারির বিরুদ্ধে জোরালো সংগঠন শুরু করেন প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবল। তিনি অভিযোগ করেন, পুলিশ ট্রেন থেকে আন্দোলনকারীদের নামিয়ে আটক করেছে। এছাড়াও দিল্লিতে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়ার বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে তিনি শীর্ষ আদালতের ঐতিহাসিক ‘অনুরাধা

সুপ্রিমের জরুরি শুনানি, পুলিশি ভূমিকায় স্কোভ

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর: শনিবার, ১০ অক্টোবর দিল্লিতে চলা সিজেপির আন্দোলনের ওপর পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর দমনপীড়ন এবং আন্দোলনকারীদের আটকের ঘটনায় রবিবার সুপ্রিম কোর্টে শুনানি শুরু হয়। দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে বৈআইনি ভাবে বিক্ষোভকারীদের আটক এবং আদালতের নির্দেশ অবমাননার অভিযোগ এনে একাধিক মামলা দায়ের হয় শীর্ষ আদালতে। এই ইস্যুতে জরুরি উল্লেখ করতে চান, তাঁদের প্রত্যেককেই নিজের বক্তব্য পেশের সুযোগ দেওয়া হবে। আদালত কক্ষের ডান দিক থেকে বাঁ দিক, পর্যায়ক্রমে সকল পক্ষের বক্তব্য শুনবে আদালত। শুনানির শুরুতে বেষ্ট্র আন্দোলনকারীদের বৈআইনি ভাবে আটক এবং দিল্লিতে ১৬৩ ধারা (সাবেক ১৪৪ ধারা) জারির বিরুদ্ধে জোরালো সংগঠন শুরু করেন প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবল। তিনি অভিযোগ করেন, পুলিশ ট্রেন থেকে আন্দোলনকারীদের নামিয়ে আটক করেছে। এছাড়াও দিল্লিতে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়ার বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে তিনি শীর্ষ আদালতের ঐতিহাসিক ‘অনুরাধা



শুরু ট্রেন চলাচল

■ দিল্লিতে বিক্ষোভের জেরে গত দুদিন ধরে ট্রেন চলাচলে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল, রবিবার থেকে তা কেটে গেলে। রেল কর্তৃপক্ষের দাবি, ১১ অক্টোবর থেকে ট্রেনগুলি আবার নির্ধারিত সময়সূচি মেনেই চলতে শুরু করেছে। যাত্রীদের ভোগান্তি কমবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ভাসিন’ মামলার রায়ের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন।

অন্যদিকে, আন্দোলনকারীদের টেনে-হিঁচড়ে বাসে তোলা এবং বাস থেকে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ তুলে সওয়াল করেন প্রবীণ আইনজীবী শাহদান ফারাসাত। উল্লেখ্য, এই আন্দোলনে শামিল হয়ে থাকেও পুলিশ আটক করেছিল, যা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিও ফুটেজে স্পষ্ট দেখা গেছে।

নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়ার বিষয়টি আদালতের নজরে এনে প্রবীণ আইনজীবী এন হরিশরণ সওয়ালে বলেন, দিল্লি শহরে নাগরিকদের স্বাভাবিক চলাফেরার অধিকারটুকুও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। দিল্লি পুলিশ এবং আধাসামরিক বাহিনীর এই ভূমিকার বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ কী হয়, সেদিকেই এখন নজর গোটা দেশের।

শর্তে মুক্তি দীপকে-সহ সিজেপির ও নেতাকে

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর: শর্তসাপেক্ষে মুক্তি পেল অভিজিৎ দীপকে-সহ সিজেপির তিন শীর্ষ নেতা। আরও দু’জন হলেন আশুতোষ রান্ধা ও সৌরভ দাস। রবিবার সকালে রবিবার দিল্লির একজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট তাদের মুক্তির নির্দেশ দিয়েছে বলে জানিয়েছেন দলের আইনি শাখার প্রধান রত্না সিং। সিজেপির আইনি প্রধান রত্না সিং বলেছেন, একবছর শাস্তি ভঙ্গ করা যাবে না, এই শর্তে তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এক বছরের জন্য শাস্তি ও সদাচরণ বজায় রাখার শর্তে ৫০,০০০ টাকার বন্ডে

আদালত তাঁদের মুক্তি দেয়।

সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। রবিবার সকালে তিন জনকে দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট থানায় এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করানো হয়। তার পরেই তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তবে নির্দিষ্ট শর্তে ছাড়া পেয়েছেন দীপকে, আশুতোষ ও সৌরভ। সিজেপির আইনি বিষয় যাঁরা দেখাশোনা করেন, সেই ‘লিগাল টিমের’ প্রধান রত্না সিং জানিয়েছেন, দীপকে, সৌরভ এবং রান্ধা এক বছরের জন্য কোথাও শাস্তি ভঙ্গ করতে পারবেন না।

নেপালে বিধ্বংসী হড়পা বানে ফের ক্ষয়ক্ষতি বহু

কাঠমান্ডু, ১১ অক্টোবর: নেপালের উত্তরাঞ্চলীয় গোর্খা জেলায় বুড়ি গণ্ডকী নদীতে হঠাৎ ভয়াবহ হড়পা বান ও আকস্মিক বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকটজনক হওয়ায় নদী অববাহিকার বাসিন্দাদের জন্য জরুরি ভিত্তিতে চরম সতর্কতা জারি করেছে নেপালের জাতীয় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ। যে কোনও সময় জলের তোড়ে প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কায় সংলগ্ন এলাকার সাধারণ মানুষকে অবিলম্বে নদীর তীরবর্তী অঞ্চল ছেড়ে উঁচু ও নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রবিবার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের তরফে এক জরুরি সতর্কবার্তা জানানো হয়েছে, চুমানুরি গ্রামীণ পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ড এলাকা দিয়ে বুড়ি গণ্ডকী নদীতে তীর জলোচ্ছ্বাস ও ব্যাপক

বন্যা ধেয়ে আসছে। এই জলপ্রবাহ যতক্ষণে স্বাভাবিক না-হছে, ততক্ষণে সাধারণ মানুষকে ত্রিশূলী দোভান পর্যন্ত বিস্তৃত নদী অববাহিকার কোনও অংশে না-যাওয়ার জন্য কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই গোর্খা জেলার বন্যাকবলিত অঞ্চলগুলির আকাশপথে তোলা ছবি প্রকাশ করেছে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ। সেই ছবিতে দেখা যাচ্ছে, পাহাড়ি নদীটির তীর জলস্রোত আশপাশের এলাকা গ্রাস করছে এবং নদী সংলগ্ন রাস্তাঘাট ও জনপদে বড়সড় ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

বাসিন্দারা অন্ধকারে উঁচু স্থানের দিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ ১০ জন নিখোঁজ। ৬ জনকে উদ্ধার করেছে নেপাল সেনাবাহিনী। পাইয়ু ও বাগার গ্রামের ৩টি



ঘরবাড়ি জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে। এছাড়াও দোভান, ঘাটীখোলা, জগত, সান্ধেরি এবং মাছিখোলা বাজারে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর মিলেছে। হড়পা বানে আক্ৰান্ত পুরসভার ২ এবং ৩ নম্বর ওয়ার্ড সংযোগকারী সোতির লোহার সেতু এবং কেরাউজাগামী একটি বুলন্ত সেতু ভেসে বিস্তীর্ণ এলাকা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এই দুর্যোগে চুম নুরি-৩-এর সাল্লেরিতে নির্মাণাধীন ৩৪১ মেগাওয়াট ক্ষমতার বৃধি গণ্ডকী জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভারী বৃষ্টি হাড়াই কেন এমন ভয়ঙ্কর বিপর্যয়? তার কারণ অনুসন্ধান নেমেছে ন্যাশনাল ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (এনডিআরআরএমএ)। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, এটা ‘ল্যান্ডস্লাইড ডাম আউটব্রাস্ট ফ্লাড’।



কালীপূজোর পর শিল্প আনতে মুম্বই পাড়ি দেবেন শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় রাজ্যে লগ্নিতে আগ্রহী একাধিক শিল্পগোষ্ঠী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে শিল্প বিনিয়োগ বাড়াতে মুম্বইয়ের শিল্পপতিদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানো হচ্ছে রাজ্যের বিজেপি সরকার। রাজ্য সভাপতি শ্রীমতী ভট্টাচার্যের সাম্প্রতিক মুম্বই সফরের পর পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে সেখানকার একটি বড় শিল্পগোষ্ঠী। পাশাপাশি, নবী মুম্বইয়ের একদল তরুণ উদ্যোগপতিও এ রাজ্যে শিল্প গড়তে আগ্রহী বলে রবিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে জানান বিজেপি রাজ্য সভাপতি শ্রীমতী ভট্টাচার্য। রাজ্যে নতুন শিল্প তৈরি করা এবং

কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোই বর্তমানে রাজ্য সরকারের একমাত্র লক্ষ্য। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় ও শ্রীমতী ভট্টাচার্য শিল্পপতিদের সঙ্গে ধারাবাহিক ভাবে বৈঠক করছেন। শিল্পমহলের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বিনিয়োগের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মুম্বই সফরের পর সেখানকার শিল্পগোষ্ঠীর আগ্রহকে এই উদ্যোগের ইতিবাচক দিক হিসাবেই দেখছে রাজ্য সরকার বলেই জানান শ্রীমতী। শিল্পপতিদের একাংশের সঙ্গে রাজ্যের পুরনো সম্পর্ক আছে। তাঁদের অনেকেরই শিকড় এই রাজ্যে। অনেকের আবার এ রাজ্যে



আগে থেকেই ব্যবসা আছে। সেই সূত্র ধরেই রাজ্যে নতুন করে বিনিয়োগের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে চান তাঁরা। শুধু নিজেরা বিনিয়োগ করাই নয়, অন্য শিল্পপতিদেরও পশ্চিমবঙ্গে লগ্নি

করার জন্য উৎসাহিত করছেন তাঁরা। এক্ষেত্রে বর্তমান রাজ্য সরকারের আশা, এই যোগাযোগের ফলে আগামী দিনে রাজ্যে শিল্পের নতুন সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। তবে শিল্পক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন রাতারাতি সম্ভব নয় বলেও মনে করছে রাজ্য সরকার। তাই কর্মসংস্থান বাড়ানোর জন্য প্রথমে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের (এমএসএমই) ভিত্তি আরও মজবুত করতে হবে। এই ক্ষেত্রের প্রসার ঘটলে স্থানীয় স্তরে নতুন ব্যবসার সুযোগ তৈরি হবে। সেই সঙ্গে বাড়তে পারে কাজের সুযোগও। বড় শিল্পের পাশাপাশি ছোট ও মাঝারি

উদ্যোগকে শক্তিশালী করার উপর তাই জোর দেওয়া হচ্ছে বলেই রবিবারের সাংবাদিক সম্মেলন থেকে দাবি করেন শ্রীমতী ভট্টাচার্য। মুম্বইয়ের শিল্পমহলের সঙ্গে যোগাযোগ আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে কালীপূজোর পর সেখানে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়। ওই সফরের শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠক করে রাজ্যে বিনিয়োগ করার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যেতে চান তিনি। রাজ্যে শিল্প স্থাপন, নতুন উদ্যোগ গড়ে তোলা এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই সফরকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

কলকাতা পুরভোটে প্রার্থী খুঁজতে ড্রপ বক্স বিজেপির, আবেদন করতে পারবেন সমাজের কৃতীরাও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নভেম্বর মাসকে পাখির চোখ করে কলকাতা পুরসভার নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য নতুন উদ্যোগ নিল রাজ্য বিজেপি। কলকাতা শহরের প্রস্তাবিত ২০৯টি ওয়ার্ডে প্রার্থী হতে আগ্রহী ব্যক্তিদের কাছ থেকে জীবনপঞ্জি সংগ্রহ করতে দলের রাজ্য কার্যালয়ে ড্রপ বক্স রাখা হচ্ছে বলেই রবিবার জানান কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। সোমবার থেকে মুরলীধর সেন লেনের কার্যালয়ে ওই বাক্সে নিজেদের বায়োডাটা জমা দিতে পারবেন আগ্রহী ব্যক্তিরা। দলীয় কার্যালয় খোলা থাকার সময় এই আবেদন জমা নেওয়া হবে। কলকাতায় নতুন মুখ দলীয় প্রার্থী করে তাঁকে নির্বাচনী লড়াইয়ে সুযোগ দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলেই রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে জানান কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, সাংবাদিক এবং সমাজসেবীদের রাজনীতিতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নতুন ও স্বচ্ছ কলকাতা গড়তে সমাজের কৃতী মানুষ এবং যুবসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে।



দলীয় রাজনীতির বাইরে থাকা যোগ্য ব্যক্তিরাও যাতে পুরভোটে প্রার্থী হওয়ার কথা ভাবেন, সেই বার্তাই দিতে চাইছে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। এছাড়াও প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কর্মকাণ্ড বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হবে বলে দলীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে। যার মধ্যে স্বচ্ছ ভাবমূর্তি, এলাকার মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা এবং ভোটে জেতার ক্ষমতা, এই তিনটি দিক বিবেচনা করে প্রার্থী ঠিক করতে চায় বিজেপি। শুধু দীর্ঘদিনের দলীয় কর্মীদের মধ্যেই প্রার্থী খোঁজার বদলে বৃহত্তর সমাজের মানুষের কাছেও পৌঁছাতে চাইছে তারা।

কলকাতার পুরপরিষেবা নিয়েও এদিন সরব হোন সুকান্ত। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে শহরে ‘প্রোমেটারাজ’ বা

‘ডেভেলপারাজ’ চলছে। এর ফলে সাধারণ মানুষ প্রত্যাশিত পুরপরিষেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বলে দাবি তাঁর। সুকান্তের কথায়, দীর্ঘ ৪৯ বছর ধরে কলকাতার মানুষ ঠিকমতো পুরপরিষেবা পাননি। পুরসভার কাজকর্ম স্বচ্ছতা আনা এবং নাগরিক পরিষেবার মান উন্নত করাকেই বিজেপি তাদের লক্ষ্য হিসাবে তুলে ধরছে। তাই এই বার কলকাতার পুরভোটে দলকে নতুনভাবে সাজানোকে পরিকল্পনার অংশ হিসাবেই এই উদ্যোগ বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে ড্রপ বক্সে জমা পড়া আবেদনগুলির মধ্যে থেকে কীভাবে প্রার্থী বাছাই করা হবে, তার বিস্তারিত পদ্ধতি এখনও স্পষ্ট করে জানানো হয়নি। এক্ষেত্রে আবেদনকারীদের পরিচয়, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা এবং নির্বাচনে লড়াই করার সামর্থ্য যাচাই করেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে দলীয় শিবির সূত্রে জানা যাচ্ছে। মহালয়ার পরদিন দেবীপক্ষের সূচনাকালকেই এই কর্মসূচির জন্য বেছে নিল রাজ্য বিজেপি। উৎসবের আবহে কলকাতার নাগরিকদের কাছে পৌঁছানোর পাশাপাশি পুরসভা ভোটের প্রস্তুতিও এগিয়ে রাখতে চাইছে দল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

ককরোচ-দের মারতে ‘হিট’ লাগবে: অর্জুন সিং



নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে দিল্লিতে ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। রবিবার পলতার নেতাজি সংখ্যের পূজা মণ্ডপে শািড় বিতরণ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে এ প্রসঙ্গে রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, দিমাগী নকশালদের অন্য ওষুধ দিতে হবে। ওদের চ্যাংদোলা করে প্রিজন্

ভ্যানে তুললে হবে না। মন্ত্রীরা ঈশিয়ারি, ককরোচ-দের মারতে ‘হিট’ লাগবে। এদিন তিনি স্কেলভের সঙ্গে বলেন, সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে দিমাগী নকশালারা রাস্তায় নেমে বিতর্দ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। ওরা মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। এমনকী বিদেশি শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ওরা ভারতকে অস্থির করার চেষ্টা করছে। ওদের ঠান্ডা করতে অন্য ধরনের ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে।

কলকাতা পুরসভার পুজো বিজ্ঞাপনে হিন্দি-বাংলার খিচুড়ি, সোচ্চার কুণাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপূজোর প্রাক্কালে শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার বার্তা দিতে গিয়ে বিপত্তি! পুরসভার বিজ্ঞাপনে বাধ্য হয় পুর কর্তৃপক্ষ। বিতর্ক এড়াতে তড়িঘড়ি বিজ্ঞাপনটি নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়া পেজ থেকে মুছে ফেলা হয় দ্রুত।

যোগাযোগমাধ্যমে স্কেলভের সলতে পাকানো শুরু হয়েছে। কুণাল ঘোষ বিষয়টি সামনে এনে সামাজিক মাধ্যমে তীব্র আক্রমণ শানাতেই পিছু হঠতে বাধ্য হয় পুর কর্তৃপক্ষ। বিতর্ক এড়াতে তড়িঘড়ি বিজ্ঞাপনটি নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়া পেজ থেকে মুছে ফেলা হয় দ্রুত।

রঙিন গড়িয়াহাট ব্রিজে ‘রবিবাসরীয় পরিদর্শন’ সৌন্দর্যায়নের পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতায় জোর অগ্নিমিত্রার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপূজোর আগে শহরকে সাজিয়ে তোলা এবং রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখার কাজ কতটা এগিয়েছে, তা দেখতে রবিবার সকালে গড়িয়াহাটে পরিদর্শন করতে আসেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। এদিন রাস্তার পাশে জমে থাকা জল, ছড়িয়ে থাকা আবর্জনা এবং বেআইনি অস্থায়ী কাঠামো দেখে যথেষ্টই অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। এরপরই পুরসভার আধিকারিকদের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশও দেন মন্ত্রী।



পূজোর আগে কলকাতার সৌন্দর্যায়নকে কেন্দ্র করে একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে পুরসভা। তারই অঙ্গ হিসাবে গড়িয়াহাট ব্রিজকে আলো দিয়ে সাজানোর পাশাপাশি রঙের ছোঁয়ায় নতুন রূপ দেওয়া হয়েছে। গড়িয়াহাট মোড় এবং পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্টের মতো ব্যস্ত এলাকায় রাস্তার উপর আলপনা আঁকার কাজও শুরু হয়েছে। গড়িয়াহাটের মতো শহরের অন্য কয়েকটি উড়ালপুলও এই ভাবেই সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা নিচ্ছে রাজ্য সরকার। পার্ক স্ট্রিট-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাতেও এবার পূজোর সময় দেখতে পাবেন

শহরবাসী, বলেই দাবি করেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। যদিও শুধু সাজসজ্জার উপরেই একাত্তর লক্ষ্য নয়, পূজোর ভিড়ের মধ্যে শহরকে পরিষ্কার রাখার বিষয়কেও যথেষ্টই গুরুত্ব দিচ্ছে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। রবিবার গড়িয়াহাট মোড়ের আশপাশে বিভিন্ন জায়গায় এবং গলির মুখে ডাস্টবিন বসানোর কাজের সূচনা করেন অগ্নিমিত্রা। পূজোর দিনগুলিতে রাস্তায় যাতে যত্রতত্র আবর্জনা না জমে, সেই লক্ষ্য নিয়েই এই উদ্যোগ নেওয়া হল বলেই মন্ত্রী জানান। রবিবাসরীয় পরিদর্শন করার সময় রাস্তার পাশে

জল জমে থাকতে এবং ময়লা পড়ে থাকতে দেখে পুরসভার আধিকারিকদের কাছে কৈফিয়ত চান মন্ত্রী। তাঁর নির্দেশ, দ্রুত জমা জল ও আবর্জনা সরাতে হবে। পাশাপাশি নিয়মিত নজরদারি চালিয়ে এলাকার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে। পূজোর আগে শহর সাজানোর কাজ চললেও দৈনন্দিন পরিষেবায় যাতে ঘাটতি না হয়, সেটা নিশ্চিত করতে অধিকারিকদের নির্দেশ দেন মন্ত্রী। এছাড়াও পূজোর জয়াস্ট স্ট্রিন দেখভালের জন্য রাস্তার উপর গ্লাইউড দিয়ে অস্থায়ী ঘরের মতো কাঠামো তৈরি নিয়েও আপত্তি জানান অগ্নিমিত্রা। তাঁর বক্তব্য, রাস্তা দখল করে এ ধরনের বেআইনি কাঠামো তৈরি করা চলবে না। পূজোর আয়োজনের নামে সাধারণ মানুষের যাতায়াতে বাধা সৃষ্টি করা যাবে না বলেই স্পষ্ট করে দেন মন্ত্রী। পূজোর আগে শহরকে আরও সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলার পাশাপাশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, যান চলাচল এবং সাধারণ মানুষের রাস্তায় হাঁটচালা করতে বাধ্য কোনও সমস্যা না হয়, সেই দিকেই নজর দিতে চাইছে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর বলেই সূত্রের খবর।



মণ্ডপের পথে মা। রবীন্দ্র সরণিতে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

কলকাতা পুরভোটে ২০৯টি ওয়ার্ডেই একা লড়বে বিজেপি, ঘোষণা সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা পুরসভা নির্বাচনে সামনে রেখে ২০৯টি ওয়ার্ডেই দলীয় প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করল বিজেপি। কোনও দলের সঙ্গে জোট করে নয়, পদ্ম প্রতীকে একাই লড়াই করার পরিকল্পনার কথাই জানানেন মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। রবিবার রাজ্য বিজেপির সদর দপ্তরে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই কথা জানান কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তাপস রায়, বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারি এবং বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতি রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়।



কলকাতার পুরসভা দখলের লড়াইয়ে শহরের নাগরিক পরিষেবা ও উন্নয়নকেই প্রধান বিষয় করতে চাইছে বিজেপি। সুকান্ত বলেন, কলকাতা শুধু একটি শহর নয়, এটি বাংলার আবেগ, সংস্কৃতি ও ভারতের নবজাগরণের কেন্দ্রস্থল। তাঁর দাবি, শহরের পুরনো গৌরব ফিরিয়ে এনে কলকাতাকে দেশের অন্যতম সেরা আধুনিক শহর হিসেবে গড়ে তোলাই দলের লক্ষ্য। শহরের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বলতে গিয়ে অতীতের বারমন্ড ও তৃণমূল, দুই

আমলকেই নিশানা করলেন সুকান্ত। তাঁর অভিযোগ, বাম আর্মলের নীতির কারণে কলকাতার শিল্প ও অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্যদিকে, তৃণমূলের আমলে দুর্নীতি, জল জমার সমস্যা এবং বেহাল রাস্তা নিয়ে নাগরিকদের ভুগতে হচ্ছে। তবে অতীতের খতিয়ান নিয়ে পড়ে না থেকে আগামী দিনে শহরের উন্নয়নে জোর দিতে চান তাঁরা, জানান সুকান্ত।

গত ৪ মে রাজ্য সরকার গঠনের পর পাঁচ মাসে কী কী কাজ হয়েছে, রবিবার তারও ব্যাখ্যা দেন তিনি। সুকান্তর বক্তব্য, পাঁচ মাসের মধ্যেই আমরা ব্যবসা-বাণিজ্যের বাধা দূর করেছি ও সিন্ডিকেট রাজ

পাশাপাশি এই সাংস্কৃতিক আবহে যোগ দিয়েছিলেন এক হাজারের বেশি নৃত্যশিল্পী। আর মাঠের মাঝখানে আলপনা দিয়ে লেখা ছিল ‘দুর্গাপূজা ২০২৬, পশ্চিমবঙ্গ’। এই অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণই ছিল এই ৩ হাজার ঢাকির একসঙ্গে ঢাক বাজানো, যা ইডেনের গ্যালারিতে উপস্থিত প্রায় ৪০ হাজার দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। এদিন অনুষ্ঠান শেষে গিনেসের এই ঐতিহাসিক

বন্ধ করার পদক্ষেপ নিয়েছি। কলকাতার রাস্তা মোরামতের কাজ মহালয়ার মধ্যে শেষ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল। তবে এখন তৃতীয়ার মধ্যেই কাজ শেষ করার আশা করা হচ্ছে বলে জানান তিনি। তাঁর দাবি, মেট্রো প্রকল্পের কাজও দ্রুত এগোচ্ছে। মহিলাদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে পুলিশি টহল এবং প্রযুক্তির সাহায্যে নজরদারি বাড়ানোর উপরেও জোর দেওয়া হচ্ছে।

পুরভোটের প্রস্তুতি নিয়ে সুকান্ত বলেন, বিজেপি কলকাতার ২০৯টি ওয়ার্ডেই পদ্ম প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য তৈরি হচ্ছে। পুরভোটে জোটের বিষয়ে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এখনও কোনও নির্দেশ আসেনি বলেও জানান তিনি। এই বিষয়ে রবিবার তাঁর বক্তব্য, পুরভোটে কেবল রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার লড়াই নয়, কলকাতার আগামী ভবিষ্যৎ এবং নাগরিক পরিষেবা উন্নত করারও সুযোগ। প্রতিটি ওয়ার্ডে মানুষের কাছে পৌঁছে তাঁদের সমস্যার কথা শুনে সমাধানের পরিকল্পনা তুলে ধরতে চায় বিজেপি।

৩ হাজার ঢাকের যুগলবন্দিতে ইডেনে গিনেসের বিশ্বরেকর্ড, বিশ্বমঞ্চে অনন্য নজির কলকাতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মা দুর্গার আগমনী বাদিতে বিশ্বরেকর্ড গড়ল তিলোত্তমা। শনিবার বিকেলে কলকাতার ঐতিহাসিক ইডেন গার্ডেনস এক অভূতপূর্ব ইতিহাস রচনার সাক্ষী হয়ে থাকল। রাজ্য সরকারের ‘উমা আগমনী’ অনুষ্ঠান সমবেত হয়েছিলেন হাজারের বিভিন্ন প্রান্তের তিন হাজার ঢাকি। তাঁদের ঢাকের যুগলবন্দি ও সমবেত বাদির বিশ্বেশ্বর অনন্য নজির গড়ে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেল কলকাতা। শনিবার বিকেল ৫টা নাগাদ ইডেনে এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ৩ হাজার ঢাকির ঢাকের বোলের



স্বীকৃতির কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন সঞ্চালিকা তথা অভিনেত্রী সৌরসেনী মৈত্রী। এর পরপরই ইডেনের কানায় কানায় পূর্ণ গ্যালারির করতালির মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের রাজকীয় শংসান্ন তুলে দেন মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল। বিগত বছরগুলিতে দুর্গাপূজোর পরে রোড রোডে কানিভাল হলেও, এবার উৎসবের সূচনাতেই ইডেনের বাইশ গজে ৩ হাজার ঢাকের এই বিশ্বরেকর্ড বাঙালির পূজো আবেগকে মহালয়ার আগেই বিশ্বের সামনে এক ঐতিহাসিক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিল বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহল।

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দেবী দুর্গার পূজায় পদ্মফুলের গুরুত্ব অনন্য। শাস্ত্রীয় রীতি মেনে বহু মণ্ডপ ও বনেদি বাড়িতে দেবীকে ১০৮টি পদ্ম নিবেদন করা বাধ্যতামূলক হয়। অধিকাংশ স্থানেই আবার পূজোর পাঁচ দিনই এই ফুলের প্রয়োজন পড়ে। ফলে দুর্গাপূজোর আগে প্রতি বছরই পদ্মের বাজার চান্দা থাকে। তবে এবার সেই চিরাচরিত আধ্যাত্মিক চাহিদার সঙ্গে যোগ হয়েছে এক নতুন রাজনৈতিক মাত্রা। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর বিভিন্ন এলাকায় বিজয় উৎসব, সংবর্ধনা ও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে পদ্ম ব্যবহারের প্রবণতা এক ধাক্কায় বহুগুণ বেড়ে গেছে। ফলে হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর থেকে বীরভূম, সর্বত্রই পদ্মচাষিদের ব্যস্ততা এখন তুঙ্গে। হাওড়া গ্রামীণ এলাকার বাগান, ওড়ফুলি, হেলেনীপ, রানা ও বাঁকুড়দহের মতো অঞ্চলের বড় জলাশয়গুলিতে দীর্ঘদিন ধরে পদ্মের চাষ হয়ে আসছে। এছাড়া হাওড়া-খড়গপুর রেললাইনের ধার ঘেঁষে কলগাছিয়া থেকে ভোগপুর হয়ে পাঁশকুড়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকার বহু মানুষ এই পদ্ম চাষের সঙ্গে যুক্ত। গতবছর এক-একটি পদ্ম ফুল মাত্র আড়াই থেকে ৩ টাকায় পদ্ম চাষিদের কাছ থেকে কিনেছিলেন মহাজনেরা। সেই জায়গায় এবার ৫ থেকে ৬ টাকায় কিনছেন। সেই পদ্ম তাঁরা দোকানে বিক্রি করছেন ৭ থেকে ৮ টাকায়। এবার দোকান থেকে সেই

পদ্ম বিক্রি হচ্ছে ৯ থেকে ১০ টাকায়। বাংলার বাইরে মেট্রো শহরগুলিতে এক একটি পরেরে দাম হয় ১৩ থেকে ১৫ টাকা পর্যন্ত। বাগানবান্দের ওড়ফুলি এলাকার দীর্ঘদিনের পদ্মচাষি সনাতন মণ্ডল জানান, সাধারণত দুর্গাপূজোর সময়েই পদ্মের বাজার সবচেয়ে ভালো থাকে। বছরের অন্য সময়ে চাহিদা তেমন থাকে না। কিন্তু এবার পূজোর অনেক আগে থেকেই বাজারে বাড়তি চাহিদা তৈরি হয়েছে। রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পর বিভিন্ন জায়গায় বিজয় মিছিল ও দলীয় কর্মসূচিতে পদ্মের পদ্মফুল ব্যবহার হচ্ছে। ফলে আমরা এবার অনেক আগে থেকেই ভালো দাম পাচ্ছি। চাষের খরচ উঠে এবার বাড়তি লাভের মুখ দেখছি।

একই সুর শোনা গেল বাগানবান্দের ফুল ব্যবসায়ী সৃজিত ধাড়ার গলায়। তিনি বলেন, অন্য বছর এই সময়ে একই পদ্ম এক টাকার নিচেও নেমে যায়। কিন্তু এবার পছন্দকারি বাজারেই চার-পাঁচ টাকা পর্যন্ত দাম উঠছে। নেতাদের সংবর্ধনা, মন্ত্রসজ্জা কিংবা রাজনৈতিক সভাসমিতিতে পদ্ম ব্যবহার ব্যাপক বেড়েছে। তাই পূজোর আগেই বাজার চড়ে গেছে। হাওড়ার হটিকালার বিভাগের আধিকারিক সুপ্রতীক মৈত্র জানান, দক্ষিণবঙ্গে নীতের প্রকোপ কমার পর জলাশয়ে কদম বসিয়ে পদ্মের চাষ শুরু হয়। সারা বছর চাহিদা না থাকায় অনেক চাষি ফুল তুলে



হিমঘরে সংরক্ষণ করে রাখতেন পূজোর মরশুমের জন্য। তবে এবার আগেভাগেই বাজার চড়ে যাওয়ায় সেই চেনা ছক অনেকটাই বদলে গেছে। এবার অবশ্য পূজোর আগেই চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় বাজারে তার প্রভাব পড়েছে। শুধু হাওড়া নয়, বীরভূমের আহমেদপুরের ছবিটাও একই। সেখানকার পুকুর ও জলাশয় থেকে তোলা পদ্ম এখন কলকাতা ছাড়িয়ে দিল্লি, মুম্বই, বেঙ্গালুরু ও চেন্নাইয়ের

মতো মেট্রো শহরগুলিতেও পাঠানো হচ্ছে। পূজোর মরশুমের এই বিপুল চাহিদা সামলাতে আহমেদপুরের এক ফুল মহাজন গেছে। এবার অবশ্য পূজোর বাইরে যায়। তবে এবার অর্ডারের বন্যা বয়ে গেছে। ভিনরাজ্যে পাঠানোর জন্য থার্মোকলের বাক্সে পদ্মপাতা ও বরফ দিয়ে বিশেষ প্যাকিং করা হচ্ছে, যাতে ফুল নষ্ট না হয়। গত বছর যে ফুল আমরা চাষিদের থেকে আড়াই-তিন টাকা

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES.
THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR RELEASE PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.



R. K. FASHION ACCESSORIES LIMITED

Our Company was originally incorporated on March 23, 2010 as a Private Limited Company in the name and style of "Satabadi Distributor Private Limited" under the provisions of the Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation bearing CIN: U51101WB2010PTC144256 issued by the Registrar of Companies, Kolkata after that Company has changed its name from "Satabadi Distributor Private Limited" to "R.K. Fashion Accessories Private Limited" pursuant to Special Resolution passed by the Shareholders of our Company at the Extra Ordinary General Meeting held on January 31, 2011 and a fresh Certificate of Incorporation dated February 09, 2011 was issued by the Registrar of Companies, Kolkata. Later, our Company was converted into a Public Limited Company pursuant to Special Resolution passed by the Shareholders of our Company at the Extra Ordinary General Meeting held on February 04, 2026 and consequently the name of our Company was changed from "R.K. Fashion Accessories Private Limited" to "R.K. Fashion Accessories Limited" and a fresh Certificate of Incorporation dated March 16, 2026 pursuant to conversion from Private Limited Company to Public Limited Company was issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre bearing Corporate Identification Number U18109WB2010PLC144256.

Corporate & Registered Office: Room No. A-201, 2nd Floor, Bagree Market 71, B. R. B. Basu Road, Kolkata - 700001, West Bengal, India
Contact Person: Mr. Ravi Kumar Bahl, Company Secretary and Compliance Officer; **Mob.:** +91 8282052929 **E-mail:** cs@citygirljewellery.com;
Website: www.citygirljewellery.co.in
Corporate Identity Number: U18109WB2010PLC144256

"THE ISSUE IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED (NSE EMERGE)."

OUR PROMOTERS: MR. MD. QASIM, MR. MOHAMMED USMAN, MR. MOHAMMED IMRAN AND MR. MD. AURANGZEB

BRIEF DESCRIPTION OF THE BUSINESS OF THE COMPANY

We are engaged in the manufacturing through contract manufacturers and wholesale distribution of imitation jewellery, along with the trading of branded cosmetics.

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC OFFER OF 42,67,200 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF R. K. FASHION ACCEESORIES LIMITED ("OUR COMPANY" OR "THE ISSUER") FOR A CASH PRICE OF ₹ 82/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING SHARE PREMIUM OF ₹ 72 PER EQUITY SHARE) ("OFFER PRICE"), OUT OF WHICH FRESH ISSUE OF 42,67,200 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 3,499.10 LACS (THE "OFFER"), OF WHICH 2,14,400 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH FOR CASH AT AN OFFER PRICE OF ₹ 82/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹ 175.81 LACS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE OFFER (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E., OFFER OF 40,52,800 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH FOR CASH AT AN OFFER PRICE OF ₹ 82/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹ 3,323.30 LACS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE OFFER AND THE NET OFFER WILL CONSTITUTE 27.50% AND 26.11%, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY.

OFFER PERIOD

BID/OFFER OPENED ON: MONDAY, OCTOBER 05, 2026

BID/OFFER CLOSED ON: WEDNESDAY, OCTOBER 07, 2026

FACE VALUE OF EQUITY SHARES IS RS 10.00 EACH AND ISSUE PRICE IS RS 82 EACH
THE ISSUE PRICE IS 8.2 TIMES OF THE FACE VALUE OF EQUITY SHARE

RISKS TO INVESTORS

For detailed Risk Factor refer to page 38 of the Prospectus.

Risk to Investors: Summary description of key risks based on materiality:

- Significant portion of our revenue has been generated from Eastern part of India, any loss of business from these states may adversely affect our revenues and profitability.
- Our business is substantially dependent on certain key customers, from whom we derive a significant portion of our revenues. The loss of any significant customers may have a material and adverse effect on our business and results of operations.
- Our manufacturing relies on contract manufacturers who operate independently, which could introduce us to potential risks stemming from any challenges or changes affecting their operations.
- Our Company operations require significant amount of working capital for a continuing growth. Our inability to meet our working capital requirements may adversely affect our results of operations.
- Our Company has negative cash flows from its operating activities, investing activities and financing activities majorly in the prior period, details of which are given below. Sustained negative cash flow could impact our growth and business.
- We are dependent on our suppliers for uninterrupted supply of Raw-Materials. Any shortfall in the supply of our raw materials, or an increase in our raw material costs and other input costs, may adversely affect the pricing and supply of our products with subsequently having an adverse effect on the business, results of operations and financial conditions of our company.
- As a company involved in wholesale distribution, we may face credit risks if our retail partners fail to meet payment obligations. Delays or defaults in payments could affect our cash flow and financial stability.
- Our business is both manpower and machine intensive. Our business may be adversely affected by strikes, work stoppages, increased wage demands by our employees, or any other kind of disputes with our employees, and if we are unable to engage with new contractual workers at commercially attractive terms.
- Fluctuations in the prices of key raw materials such as gold and copper may impact the Company's cost structure, as these metals are widely used in the manufacturing of artificial jewellery.
- Our Company has proposed to acquire a property for setting up a new showroom, however definitive agreements in relation to such acquisition have not yet been executed. The Merchant Banker associated with the Issue has handled 10 public issues in the past out of which 6 of the SME Issue closed below the Issue Price on listing date.

PROPOSED LISTING: MONDAY, OCTOBER 12, 2026

The Issue was being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, as amended, wherein not more than 50% of the Net Issue was available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs", the "QIB Portion"). Further, not less than 15% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Net Issue was made available for allocation to Individual Bidders in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. All potential Bidders were required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID in case of RIBs using the UPI Mechanism, if applicable, in which the corresponding Bid Amounts was blocked by the SCSBs or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors were not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. We do not have an anchor investor for the issue. For details, see "Offer Procedure" beginning on page 407 of the Prospectus.

The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the Disclaimer clause pertaining to NSE. For the purpose of this Offer, the designated Stock Exchange will be the National Stock Exchange of India Limited EMERGE platform.

SUBSCRIPTION DETAILS

The issue received 7.79 applications for 1,11,85,600 equity shares (including market maker reservation portion) as per the Application data after considering invalid bids. Other than RC 10 Transaction declined by Investors, RC 10 Mandate not accepted by Investors and Withdrawal /Cancelled Bids reported by SCSB and technical rejections resulting in 2.36 times subscription (including reserved portion of market maker). The Details of the Applications received from various categories (before technical rejection) are as under:

Sr. No.	Category	Valid Shares Received in each category	No. of Equity Shares available for allocation	Spilled Over	Equity Shares Allotted	Total Allotment Amount (Rs.)
1	Qualified Institutional Buyers - MF	0	4,800	(4,800)	0	0
2	Qualified Institutional Buyers - MF (excluding Anchor Investors)	6,09,600	38,400	4,800	43,200	35,42,400.00
3	Non-Institutional Investors - above Rs. 2 Lakhs and Up to Rs. 10 Lakhs	9,05,600	5,36,000	0	5,36,000	4,39,52,000.00
4	Non-Institutional Investors -Above Rs. 10 Lakhs	11,12,000	10,70,400	0	10,70,400	8,77,72,800.00
5	Individual Investors	72,25,600	24,03,200	0	24,03,200	1,97,062,400.00
6	Market Maker	2,14,400	2,14,400	0	2,14,400	1,75,80,800.00
	TOTAL	1,00,67,200	42,67,200		42,67,200	34,99,10,400.00

A summary of the final demand as per NSE as on the Bid/Issue Closing Date at different Bid prices is as under:

Sr. No.	Bid Price	Bids Quantity	% of Total	Cumulative Total	% of Cumulative	No of Bids
1	77	10,97,600	3.30%	10,97,600	3%	106
2	78	83,200	0.25%	11,80,800	4%	23
3	79	27,200	0.08%	12,08,000	4%	8
4	80	88,000	0.26%	12,96,000	4%	26
5	81	67,200	0.20%	13,63,200	4%	19
6	82	3,18,57,600	95.90%	3,32,20,800	100%	9,220
	TOTAL	3,32,20,800	100%	-	-	9,402

1)Allocation on Individual Investor (After Technical Rejections): The Basis of Allotment to the Individual Investors, who have bid at cut-off Price or at or above the Issue Price of Rs.82.00 per equity share, was finalised in consultation with NSE. The category was subscribed by 3.01 times i.e., for 72,25,600 Equity Shares. Total number of shares allotted in this category is 24,03,200 Equity Shares to 751 successful applicants. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr. No.	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant		Ration of allottees to applicants		Number of successful applicants (after rounding)	% to total	Total No. of shares allocated /allotted	% to total	Surplus/ Deficit (14)-(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Before Rounding off (8)	After Rounding off (9)	(10)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	3,200	2,258	100	72,25,600	100	24,03,200	1,064.30	3,200	751	2,258	751	100	24,03,200	100	0
Grand Total		2,258	100	72,25,600	100	24,03,200					751	100	24,03,200	100	0

2)Allocation on Non-Institutional Investor (After Technical Rejections) Below 10 Lakhs: The Basis of Allotment to Other than Individual Investors, who have bid at Issue price of Rs.82.00 per equity share or above, was finalised in consultation with NSE. The category was subscribed by 1.69 times i.e., for 9,05,600 Shares. Total number of shares allotted in this category is 5,36,000 Equity Shares to 111 successful applicants. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr. No.	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant		Ration of allottees to applicants		Number of successful applicants (after rounding)	% to total	Total No. of shares allocated /allotted	% to total	Surplus/ Deficit (14)-(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Before Round- ing off (8)	After Round- ing off (9)	(10)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	4,800	151	87.79	7,24,800	80.07	470,558.14	3,116.28	4,800	98	151	98	88.29	4,70,400	87.76	-158
2	6,400	10	5.82	64,000	7.06	31,162.79	3,116.28	4,800	6	10	6	5.41	28,800	5.37	-2,363
3	0	0	0.00	0	0	0	0	1,600	1	6	0	0.00	1,600	0.30	1,600
4	8,000	1	0.58	8,000	0.87	3,116.3	3,116.28	4,800	1	1	1	0.90	4,800	0.90	1,684
5	9,600	2	1.16	19,200	2.11	6,232.56	3,116.28	6,400	1	2	1	0.90	6,400	1.19	167
6	11,200	8	4.65	89,600	9.89	24,930.21	3,116.28	4,800	5	8	5	4.50	24,000	4.48	-930
Grand Total		172	100	9,05,600	100	5,36,000					111	100	5,36,000	100	0

Name of BRLM	Total Issue		Issue closed below IPO Price on listing date
	Mainboard	SME	
Affinity Global Capital Market Private Limited	0	10	6

k.The average cost of acquisition per Equity Share held by our Promoters is as follows:

Name of Promoter	No. of Shares Held	Average Cost of Acquisition (in Rs.) *
Mr. Mohammed Usman	67.63,076	0.37
Mr. MD Qasim	44.40,196	0.65
Mrs. MD Aurangzeb	1,700	Nil
Mr. Mohammed Imran	1,700	Nil

And the Offer price at the Upper end of the Price band is Rs. 82 per Equity Share.

l. The Price/ Earnings ratio based on Diluted EPS for June 30, 2026 for the company at the upper end of the Price Band is 12.58 times.

m.Weighted Average Return on Net worth for Fiscals 2026, 2025 and 2024 is 28.25%

n. Weighted average cost of acquisition compared to floor price and cap price

Type of transaction	Weighted average cost of acquisition (₹ per equity shares)	Floor Price (in times)	Cap Price (in times)
Weighted average cost of primary / new issue acquisition	NIL	NIL	NIL
Weighted average cost of secondary acquisition	NIL	NIL	NIL

*Calculated for last 18 months

** There were no secondary transactions in last 18 months from the date of this prospectus.

3)Allocation on Non-Institutional Investor (After Technical Rejections) Above 10 Lakhs: The Basis of Allotment to Other than Retail Individual Investors, who have bid at Issue price of Rs.82.00 per equity share or above, was finalised in consultation with NSE. The category was subscribed by 1.04 times i.e., for 11,12,000 Shares. Total number

Sr. No.	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant		Ration of allottees to applicants	Number of successful applicants (after rounding)	% to total	Total No. of shares allocated /allotted	% to total	Surplus/ Deficit (14)-(7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Before Round- ing off (8)	After Round- ing off (9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
1	12,800	73	87.95	9,34,400	84.03	9,00,355.15	12,333.63	11,200	1	1	73	87.95	8,17,600	76.38	-82,755
2	0	0	0	0	0	0	0	1,600	52	73	0	0	83,200	7.77	83,200
3	14,400	2	2.41	28,800	2.58	27,680.71	13,840.35	12,800	1	1	2	2.42	25,600	2.39	-2,081
4	0	0	0	0	0	0	0	1,600	1	2	0	0	1,600	0.15	1,600
5	16,000	3	3.61	48,000	4.32	46,041.26	15,347.08	14,400	1	1	3	3.62	43,200	4.04	-2,841
6	0	0	0	0	0	0	0	1,600	2	3	0		3,200	0.30	3,200
7	17,600	2	2.41	35,200	3.17	33,707.63	16,853.81	16,000	1	1	2	2.41	32,000	3.00	-1,708
8	0	0	0	0	0	0	0	1,600	1	2	0		1,600	0.15	1,600
9	19,200	1	1.21	19,200	1.73	18,360.54	18,360.54	19,200	1	1	1	1.20	19,200	1.79	839
10	20,800	1	1.21	20,800	1.87	19,867.27	19,867.27	19,200	1	1	1	1.20	19,200	1.79	-667
11	25,600	1	1.2	25,600	2.3	24,387.44	24,387.44	24,000	1	1	1	1.20	24,000	2.24	-387
Grand Total		83	100	11,12,000	100	10,70,400				83	100	10,70,400	100		

4)Allocation to QIBs (After Technical Rejections): The Basis of Allotment to QIBs, who have bid at Issue price of Rs.82.00 per equity share or above, was finalised in consultation with NSE. The category was subscribed by 14.11 times i.e., for 6,09,600 Shares. Total number of shares allotted in this category is 43,200 Equity Shares to 2 successful applicants. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr. No.	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant		Ration of allottees to applicants		Number of successful applicants (after rounding)	% to total	Total No. of shares allocated /allotted	% to total	Surplus Deficit (14)-(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Before Round- ing off (8)	After Round- ing off (9)	(10)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	1,66,400	1	50	1,66,400	27.3	11,792	11,792	11,200	1	1	1	50	11200	28.57	-592
2	4,43,200	1	50	4,43,200	72.7	31,408	31,408	32,000	1	1	1	50	32000	71.43	592
Grand Total		2	100	6,09,600	100	43,200					2	100	43,200	100	0

5)Allocation to Market Maker (After Technical Rejections): The Basis of Allotment to Market Maker, who have bid at Issue price of Rs.82.00 per equity share or above, was finalised in consultation with NSE. The category was subscribed by 1.00 time i.e., for 2,14,400 Shares. Total number of shares allotted in this category is 2,14,400 Equity Shares to 1 successful applicant. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr. No.	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant		Ration of allottees to applicants		Number of successful applicants (after rounding)	% to total	Total No. of shares allocated /allotted	% to total	Surplus Deficit (14)-(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Before Round- ing off (8)	After Round- ing off (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	2,14,400	1	100	2,14,400	100	2,14,400	2,14,400	2,14,400	1	1	1	100	2,14,400	100	0
Grand Total		1	100	2,14,400	100	2,14,400			1			100	2,14,400	100	0

The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange- NSE on 08th October, 2026.

Category	FIS/BANK'S	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPC/FII	VCF	TOTAL
QIB	NIL	NIL	NIL	NIL	43,200	NIL	NIL	NIL

The Board of Directors of the company at its meeting held on October 08, 2026, has approved the Basis of Allocation of Equity Shares as approved by the Designated Stock Exchange (NSE) and has authorised the corporate action for issue of Equity shares to various successful applicants. The CAN- cum-allotment advices and/or notices will forward to the Email Id's and address of the applicants as registered by the depositories/ as filed in the application form on or before Friday, October 09, 2026. Further the instructions to SCSB's for unlocking the amount will process on or prior to Friday, October 09, 2026. In case the same is not received within 10 days, investors may contact at the address given below. The Equity Shares allocated to the successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details within the depositories concerned. The company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the NSE Emerge within Four working days from the date of the closure of the issue.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated October 08, 2026 ("Prospectus") filled with the Registrar of Companies, Kolkata.

INVESTOR'S, PLEASE NOTE

The details of the allotment made would also be hosted on the website of Registrar to the Offer, Cameo Corporate Services Limited at www.cameoindia.com.All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Offer quoting full name of the First/ Sole applicants, Serial number of the Application Form, number of Equity Shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:

Continued to Next Page...

১০ টাকার কয়েনের উপর দুর্গা নির্মাণ বাঁকুড়ার গৃহবধূর

প্রীতিলতা বন্দোপাধ্যায়

বাঁকুড়া: কথায় বলে, যে রাঁধে সে চুলাও বাঁধে। প্রতিদিন তার প্রমাণ দিচ্ছেন বাঁকুড়া শহরের ভকত পাড়ার গৃহবধু অর্পিতা সরকার। মেয়ে বেলার কাদামাটির ঢোলা দিয়ে পুতুল গড়ে খে লার সময় বাবা মায়ের কতই না বকুনি খেয়েছেন। তবু আড়ালে বসে কাঁচা মাটির পুতুলের জন্য ঘরের ছেঁড়া কাপড় থেকে জামা কাপড় তৈরি, তাতে পাড় বসানো, নকশা কাটা নানা শিল্প নৈপুণ্য ফুটিয়ে তুলতেন তিনি। সেই নেশাই বধু হয়ে আসার পর গৃহকাজ সামলে ক্ষুদ্র শিল্প কাজ ফুটিয়ে তুলে মানুষের আনন্দ দান করে চলেছেন। তিনি প্রতি বছর দুর্গা পূজার সময় অতি ক্ষুদ্র দুর্গা মূর্তি তৈরি করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিচ্ছেন। তাও আবার ফেলে দেওয়া সামগ্রী দিয়ে। স্বামী মধুসূদন সরকার পূর্ত দফতরের কর্মী। পুরুলিয়ায় পোষ্ট্রিং। করমসূত্রে সেখানেই থাকতে হয়। বাড়িতে দুই নাবালক সন্তান ও বৃদ্ধা শ্বাণ্ডিকেকে নিয়ে নিপুণ হাতে সংসার সামলে তার শিল্প সত্ত্বাকে অবদমিত করতে দেননি। সংসারের হাজারো



ঝক্কি সামলে গত এক দশকের বেশি সময় ধরে তিনি তাঁর শিল্পকর্ম দিয়ে জেলায় আলোড়ন ফেলে দিয়েছেন। অর্পিতা সরকারের শিল্পকর্ম গুলি ফেলে দেওয়া বা অপব্যবহার যোগ্য জিনিস দিয়ে নির্মিত হয়। এবার তিনি ছেলের স্কুলের প্রজেক্ট তৈরির ছাঁট টিসু পেপার দিয়ে ১০ টাকার কয়েন এর উপর দুর্গা প্রতিমা গড়েছেন। তবে এবার একলা দুর্গা হাতে ধরে কোলে বসিয়ে রেখেছেন পৃথিবীকে। অর্পিতার এবারের থিম জগজ্ঞাননী মা। সংসারে মা যেমন পরিবার নামক পৃথিবীটাকে আগলে রাখেন তেমনি তিনি চেয়েছেন জগজ্ঞাননী দুর্গা অসহায় পৃথিবীটাকে রক্ষা করুন। টিসু পেপার ছাড়াও তিনি ব্যবহার

করেছেন ধান। তাই দিয়ে মায়ের চালার সৌন্দর্য ফুটিয়েছেন। অর্পিতা সরকার বলেন, বড় ছেলে আর্মান নবম ও ছোট আয়ুছান তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। ওদের বাবা বাইরে থাকেন। দুই ছেলের পড়াশোনা, তাদের স্কুলের সরঞ্জাম, টিফিন তৈরি থেকে স্কুল পৌছান ও নিয়ে আসা, শাশুড়ি মায়ের দেখভাল, রান্নার কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে তার শিল্প কাজ করে যান। ছোট বয়সে যেমন পুতুল গড়ে তাকে সাজানোর কাজ করে যেমন আনন্দ পেয়েছি তা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ছেলেদের স্কুলে প্রজেক্ট তৈরির কাজটাও আনন্দ সহকারে করেছি। পাশাপাশি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প কলা নিয়ে চর্চাও চালিয়ে গেছেন বলে জানান তিনি।

তার কাজের মধ্যে রয়েছে তেজগাতা দিয়ে ও ইক্সির সপরিবার দুর্গা। রসুনোর খোসা, খবরের কাগজের টুকরো দিয়ে আড়াই ইঞ্চি সাইজের দুর্গার সংসার গড়েছেন তিনি। তাছাড়াও নারকেল গাছের বাকল, কাঠের ছিলা ইত্যাদি পড়ে ছাড়া জিনিস প্রভই তার শিল্পকর্মের উপকরণ।

এদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের



দুর্গাপূজা উপলক্ষে উত্তরপাড়া পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন কাউন্সিলর অর্ণব রায়ের উদ্যোগে দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ। এই অনুষ্ঠানে ২০০ জনকে নব বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

এসবিআই এইচএলসি বিধান নগর (১৫৩৪২) জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ ফ্লোর), ১/১৬ ভি.আই.পি রোড, কলকাতা-৭০০০৪৪, ই-মেইল: sbi.15342@sbi.co.in

যেহেতু, নিম্নাঞ্চলকারী, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি বিধাননগর-এর অনুমোদিত অফিসার হিসাবে সিকিউরিটিইজেশন অ্যান্ড রিস্কমন্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেস্টস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৩ নং)-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১১)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে উল্লেখিত তারিখে একটি ভিমান নোটিশ জারি করেছিলেন এবং ঋণগ্রহীতা(দের)। গ্যারান্টিার(দের)। আইনি উত্তরাধিকারী(দের)-কে উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে আহ্বান জানিয়ে- ছিলেন, তারা তা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা(দের)। গ্যারান্টিার(দের)। আইনি উত্তরাধিকারী(দের) এবং সর্বসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নাঞ্চলকারী উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪)-এর সাথে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ এবং ৯-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ঋণগ্রহীতা(দের)। গ্যারান্টিার(দের)। আইনি উত্তরাধিকারী(দের)-এর বিপরীতে প্রদর্শিত তারিখ অনুযায়ী নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন। বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(দের)। গ্যারান্টিার(দের)। আইনি উত্তরাধিকারী(দের) এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেন উক্ত পরিগ্রাম এবং এর উপর সুদের জন্য স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি বিধাননগর-এর চার্জের সাপেক্ষ হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে ঋণগ্রহীতা(দের)। গ্যারান্টিার(দের)। আইনি উত্তরাধিকারী(দের)-এর দৃষ্টি উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা এবং অ্যাকাউন্ট নং	স্বাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ ২) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ ৩) বকেয়া পরিগ্রাম
১.	মির্দুন চ্যাটার্জি (ঋণগ্রহীতা), পিতা- সমর কুমার চ্যাটার্জি, ঠিকানা (১): ডি ৫৮/এস, বেলবিহার, চন্দ্রশেখরপুর, ভুবনেশ্বর, খোর্দা, ওড়িশা, পিন- ৭৫১০২৩, ঠিকানা (২): ২, চণ্ডীগড় মেন রোড এবং পোঃ এবং থানা- মধ্যগ্রাম, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০১৩০ এবং বর্তমান ঠিকানা সাই কুপা রেভিডেন্সি, ভিঙ্গারপুর, ভাটপাটনা, খোর্দা, ওড়িশা-৭৫১১১৫	মধ্যগ্রাম মিডিনিসিপালিটির সীমানার মধ্যে, ১৩ নম্বর ওয়ার্ড, চণ্ডীগড় মেন রোড, ২৪/১ হোল্ডিং নং, ২৬ জে.এল. নং, মৌজা- চক্রবাটিতে অবস্থিত, এ.ডি.এস.আর. বারাসাতের এখতিয়ারভুক্ত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০১৩০, পোঃ এবং থানা- মধ্যগ্রাম-এ, ৬৬৬ এল.আর. খতিয়ান নং এর অধীনে ১৫১৪ এল.আর. দাগ নং এর সাথে সম্পর্কিত, ৪০০ আর.এস. খতিয়ান নং এর অধীনে ৯০ আর.এস. দাগ নং, ১১৮ সি.এস. খতিয়ান নং এর অধীনে ৭০ সি.এস. দাগ নং এর অন্তর্ভুক্ত, লিফট সুবিধা ছাড়া, মার্বেল ফ্লোর ফিনিশ সহ ১৯০১ বর্গফুট (গ্রেডেড ফ্লোর ৮৯০ বর্গফুট + ১ম ফ্লোর ১০১১ বর্গফুট) পরিমাপের দোতলা ভবন সহ কমবেশি ০২ (দুই) কাঠা পরিমাপের বাস্তু জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, এর সাথে যুক্ত সমস্ত ধরণের ইজমেন্ট অধিকার সহ, এবং সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে :- অসিত বিশ্বাসের সম্পত্তি দ্বারা, দক্ষিণে :- অধীর রায়ের সম্পত্তি দ্বারা, পূর্বে :- ৬ ফুট চওড়া সাধারণ রাস্তা এবং শ্রী রায়ের সম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিমে :- সাবিল্লী চৌধুরীর সম্পত্তি দ্বারা। সম্পত্তির মিত্রন চ্যাটার্জির নামে রয়েছে।	১) ২৭.০৭.২০২৬ ২) ০৮.১০.২০২৬ ৩) ২৭.০৭.২০২৬ তারিখে ৪১,৩৭,০০৬.০০ টাকা (একচল্লিশ লক্ষ সহস্রাশ হাজার ত্রিশ টাকা মাত্র) সাথে আজ পর্যন্ত অর্জিত সুদ এবং আরও আনুশঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি।
২.	পূর্ণিমা বিশ্বাস, স্ত্রী এবং শ্রী প্রমিত বিশ্বাস ও কল্যাণ বিশ্বাসের আইনি উত্তরাধিকারী, পুত্র এবং কালিদাস বিশ্বাস এবং সুন্দরা বিশ্বাসের আইনি উত্তরাধিকারী (উভয়ই মৃত), ঠিকানা: বান্দবপল্লী, পোঃ - বিরা বল্লভনগর, থানা- অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা-৭৪৩১৩৪	২৮.০৭.২০১৬ তারিখের নিবন্ধিত গিফট ডিড, এ.ডি.এস.আর. গুদা, বই নং ১, ভলিউম নং ১৫১৭-২০১৬, পৃষ্ঠা ৬১৩৪৩ থেকে ৬১৩৬২ পর্যন্ত, ২০১৬ সালের ২৮২২ নম্বর দলিলের মাধ্যমে সুন্দরা বিশ্বাসের অনুকূলে রাজীবপুর বিরা গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা অশোকনগর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, ৬৪৬/১ এল.আর. খতিয়ান নং, ৩৭৭১ আর.এস/এল.আর. দাগ নং, ২০০৭ তৌজি নং, ১৫৪ রে. সা. নং, ১০৪ জে.এল নং, বিরাতে অবস্থিত কমবেশি ২.৫০ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।	১) ০৫.০৮.২০২৬ ২) ০৯.১০.২০২৬ ৩) ০৪.০৮.২০২৬ তারিখে ৫,৪০,৭৫৬.৫৭ টাকা (পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার সাতশো ছাশ্রয় টাকা এবং সাতান্ন পয়সা মাত্র) এবং এর উপর অতিরিক্ত সুদ, আনুশঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি।
	অ্যাকাউন্ট নং :- ৩৭০৪৬৪৭৬৩৮১ (এইচবিএল)		
তারিখ: ০৮.১০.২০২৬ এবং ০৯.১০.২০২৫ স্থান: কলকাতা, বিরা			অনুমোদিত অফিসার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

তৃণমূল নেতার বাড়ি থেকে তাজা বোমা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কাটোয়া ২ নম্বর রকের কডুই পঞ্চায়েতের নতুনথামে তল্লাশি চালিয়ে এক তৃণমূল নেতার বাড়ি থেকে দুটি তাজা বোমা উদ্ধার করল কৈথন ফাড়ির পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে কৈথন ফাড়ির পুলিশ কডুইয়ের নতুনথামের বাসিন্দা তথা সক্রিয় তৃণমূল কর্মী কাদের শেখের বাড়িতে হানা দেয়। তল্লাশির সময় তাঁর বাড়ির দরজার ওপরে থাকা একটি ঝোলা ব্যাগের ভেতর থেকে দুটি তাজা বোমা উদ্ধার হয়। পুলিশ বোমা দুটিকে উদ্ধার করে কৈথন ফাড়িতে নিয়ে যায় এবং বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় (ডিসপোজাল)-র জন্য বোম স্কোয়াডকে খবর দেয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বোমা উদ্ধার হওয়া ওই উপর মালিক কাদের শেখ দীর্ঘদিন ধরে গামছাড়া ও পলাতক।

ভোটের ঊর্ধ্ব এলাকার বিজেপি নেতাদের ভয় দেখানো এবং সন্ত্রাস চালাানোর মতো একাধিক ঘটনার স্বেে তিনি যুক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ। ভোটের পরেই তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতিসহ একাধিক ধারায় কাটোয়া থানায় মামলা রুজু করা হয়।

এদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের

চাঞ্চল্যকর দাবি, গোটা কর্মকাণ্ডের নেপথ্যে রয়েছে এলাকার থভাবশালী তৃণমূল নেতা দিগন্ত পাল। বর্তমানে তিনিই এই এলাকার যাবতীয় অসামাজিক ও দুচ্ছতী কর্মকাণ্ডের মূল ‘মাস্টারমাইন্ড’। তাঁরই নির্দেশ ও নেতৃত্বে কাদের শেখের মতো তৃণমূল নেতারা এলাকায় সন্ত্রাস চালাত। বর্তমানে তৃণমূলের নেতা দিগন্ত পাল জেলে , এখন পুলিশ খতিয়ে দেখছে বিষয়টি। এলাকায় নতুন করে বোমা মজুদের কাজ শুরু হয়েছিল বলে অভিযোগ করছেন এলাকার বাসিন্দারা। কাদের শেখের স্ত্রী বাসিরা বিবি জানান, তাঁর স্বামী দীর্ঘদিন ধরে গামছাড়া। তিনি দাবি করেছেন, তাঁদের চক্রান্ত করে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। যেহেতু তাঁরা তৃণমূল করেন, সেই আক্বেশেই অন্য কেউ তাঁদের বাড়ির দরজা বা ছাদে এই বোমা রেখে দিয়ে ফাঁসানোর চক্রান্ত করছে বলে অভিযোগ তুলেছেন তিনি। এই ঘটনায় কাটোয়ার বিধায়ক কৃষ্ণ ঘোষ

জানান, নতুন আইসি আসার পর থেকে এলাকায় একের পর এক সাফল্য মিলছে এবং পুলিশ সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। আগে যারা ‘হারদাম বাহিনী’ চালিয়ে দাদাগিরি করত, তারা ভাবছে আবারও সেসব চালাবে কিন্তু সেই দিন আর নেই। তিনি আরও হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘সরকার পরিবর্তন হয়েছে, এখন আর বোমা বা গুলির রাজনীতি করে পার পাওয়া যাবে না। যারা অপরাধ করবে, কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। পুলিশ তার নিজের কাজ করছে এবং দুচ্ছতীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে।’ পাশাপাশি, বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য স্বপন দত্ত জানান, বোমাবাজি ও সন্ত্রাস চালাানো বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির পুরোনো কাচারা। তবে পুলিশ প্রশাসন সততার সাথে কাজ করায় এবং তল্লাশি অভিযান চালিয়ে এভাবে সাফল্য পাওয়ায় এলাকা শীঘ্রই সন্ত্রাসমুক্ত হবে বলে জানান।

মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: সাদিপুর ফেরিঘাট সংলগ্ন নদ থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার কে ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। রবিবার সাতসকালে দামোদর নদ সংলগ্ন এলাকায় একটি মৃতদেহ ভাসতে দেখে সন্দেহ হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের। বিষয়টি নজরে আসতেই তারা খবর দেন জামালপুর থানায়। খবর পাওয়ার পরপরই তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জামালপুর থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয়দের সহায়তায় মৃতদেহটি উদ্ধার করে নিয়ে আসে। মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ধারণ করতে এবং মহিলার পরিচয় শনাক্ত করার উদ্দেশ্যে মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। মহিলাটির পরিচয় কী এবং এটি দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা নাকি এর পেছনে অন্য কোনো রহস্য রয়েছে তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

 হোম লোন সেন্টার বিধাননগর (১৫৩৪২) জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ ফ্লোর), ১/১৬ ভি.আই.পি. রোড, কলকাতা- ৭০০০৪৪। ইমেল : sbi.15342@sbi.co.in	সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
শ্রী বাসুদেব সরকারের নামে ২০১৪ সালের I-13043 নং মূল স্বত্ব দলিল হারানোর বিজ্ঞপ্তি	
এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, আমাদের গ্রাহক শ্রী বাসুদেব সরকার যিনি আমাদের সাথে হোম লোন বজায় রেখেছেন, তার রাজস্বহার্টের এ.ডি.এস.আর.-এর অফিসে নিবন্ধিত ২০১৪ সালের I-13043 নং মূল স্বত্ব দলিল গত ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার, বিধাননগর, জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ ফ্লোর), ১/১৬, ভি.আই.পি. রোড, কলকাতা-৭০০০৪৪-এ আমাদের হেস্তান্তর থেকে হারিয়ে গেছে। উক্ত দলিলটি হারানোর বিষয়টি মালিকতলা থানায় ২৮.০৯.২০২৬ তারিখে জোনালের ডায়েরিতে জিডি.ই. নং ২২২৩ হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছে।	
উপরিউক্ত টাইটেল ডিডের উপর কোনো দাবি, অধিকার, টাইটেল এবং/অথবা স্বার্থ থাকলে যে কোনো ব্যক্তিকে এই তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের কাছে একটি দাবি দায়ের করতে হবে, অন্যথায় এই জাতীয় কোনো দাবি গ্রহণ করা হবে না।	
তারিখ : ১২.১০.২০২৬	এসবিআই, হোম লোন সেন্টার বিধাননগর
স্থান : কলকাতা	কলকাতা-৭০০০৪৪

স্ট্রেসড অ্যাসেস্টস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীৱন দীপ বিল্ডিং, ২য় ফ্লোর, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০১, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ: নাম: জয়ন্ত অগাস্টিন মুন্ডু, ই-মেইল আইডি: sbi.15196@sbi.co.in, মোবাইল নং: ৯০৫১১০৮৭৪৫
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর সাথে পঠিত রুল ৯(১)-এর শর্তাবলী অনুযায়ী সিকিউরিটিইজেশন অ্যান্ড রিস্কমন্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেস্টস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্বাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টিার/বন্ধুত্বদাতা(দের) নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পদ যা সিকিউরভ ক্রেডিটর-এর কাছে বন্ধক রাখা হয়েছে, যার ফিজিক্যাল দখল সিকিউরভ ক্রেডিটর, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর অনুমোদিত অফিসার নিয়েছেন, তা নীচে উল্লেখিত তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "মাই থাক না কেন" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময় : ১৮.১১.২০২৬ নিলামের সময় সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা পর্যন্ত প্রতিটি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন মেয়াদ বৃদ্ধি সহ।				
ক্র. নং.	ইউনিট / ঋণগ্রহীতা / গ্যারাণ্টারদের নাম	বিক্রয়্যধীন সম্পদের বিবরণ	বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইক্রমতি @ ১০% গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	ঋণগ্রহীতা: মের্সো কানীমাতা রাইস মিল ঠিকানা: গ্রাম ও পোঃ: মণ্ডলগ্রাম, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন: ৭১৩৪২৬ আংশীদার(দের)/গ্যারাণ্টার(দের): ১. শ্রী শ্রীকান্ত কেশ ২. শ্রীমতী আদ্যময়ী কেশ উভয়ের ঠিকানা: গ্রাম ও পোঃ: মণ্ডলগ্রাম, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন: ৭১৩৪২৬	মৌজা মণ্ডলগ্রামে করখানার জমি ও ভবন এবং এর উপর অন্যান্য সিল্প ষ্ট্রাকচার, ৭ জে.এল. নং, ৫০৭৭ আর.এস. খতিয়ান নং, ৩৩৩ আর.এস. প্লট নং-এর অধীনে ৮২ বেসিমেল পরিমাপের, থানা- মেমারি, জেলা: পূর্ব বর্ধমান। শ্রী শ্রীকান্ত কেশের নামে ২০০৭ সালের ৩৪০৩ নং ভিড অনুযায়ী, যা বই-১, সিডি গুলিউ নং ১১, ৩৪৮৮ থেকে ৪৩১০ পৃষ্ঠায় নিবন্ধিত।	৪,৭০,১৭,০২০.০০ টাকা (চার কোটি সত্তর লক্ষ সত্তেরো হাজার আটশা টাকা মাত্র) ৩,০০৪.২০১৩ তারিখ অনুযায়ী এবং এর উপর আরও সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি।	ক) ৩১,০০,০০০.০০ টাকা খ) ৩,১০,০০০.০০ টাকা গ) ১৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগকারী ব্যক্তি ৯০৫১১০৮৭৪৫ ৯০৭৩৫৮৬২৯৪
সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের ফিজিক্যাল দখলধীন			পরিদর্শনের তারিখ: ০৪.১১.২০২৬ এবং ০৬.১১.২০২৬ পরিদর্শনের সময়: সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ০৩.০০ টা	

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত নিম্নম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সুরক্ষিত পাওনাদার-এর ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নিবন্ধিত ই-অকশনের জন্য তৈরি করা নিউ: <https://BAANKNET.com> দেখুন।
খ) ইচ্ছুক বিডার/দের পিএসবি অ্যান্ডালয়েস প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে বন্ধুত্বপূর্ণকণ করা তাঁর বিভার অ্যাকাউন্টে জেনারেট করা চালানোর মাধ্যমে তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এইনইফর্মটিআর্কাইভএস ট্রান্সফারের মাধ্যমে ইএমডি পরিগ্রাম নিলামের তারিখের আগেই স্থানান্তর করতে হবে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন support.baanknet@psballiance.com অথবা যোগাযোগ নম্বর 8291220220

ইচ্ছুক বিডারকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে উপরে উল্লিখিত সাইটগুলিতে আপলোড করা বিস্তারিত নিম্নম ও শর্তাবলী ভালোভাবে পড়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ১২.১০.২০২৬
স্থান: কলকাতা

কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণটিই প্রাধান্য পাবে

অনুমোদিত অফিসার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

KARNIKA INDUSTRIES LIMITED

CIN : L17299WB2022PLC253035

Regd. Off:- 6 & 6/1, Gurgola Ghat Road, P.O. Salkia, Howrah - 711106 (West Bengal)

Email- info@karnikaindustries.com, Phone No- 033-2655-8101, +91-98302-28105,

Website - <https://karnikaindustries.com/>

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE HALF YEAR AND QUARTER ENDED SEPTEMBER 30TH, 2026

The Unaudited Standalone and Consolidated Financial results for the Half Year and Quarter ended September 30, 2026 ("Financial Results") have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in it’s meetings held on October 10, 2026.

The full format of the Financial Results are available on the website of NSE (www.nseindia.com) and also on Company's website at: <https://karnikaindustries.com/investor-relations/>

The same can be accessed by scanning the OR code.



By order of the Board
For Karnika Industris Ltd.
Sd/-
Niranjan Mundhra
(Managing Director)
DIN: 05254448

Continued from Previous Page...

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE
 Affinity Global Capital Market Private Limited 20B, Abdul Hamid Street, East India House, 1st Floor, Room No. 1F, Kolkata – 700069, West Bengal, India Telephone: +91 33 4004 7188 E - mail: compliance@affinityglobalcap.in Investor Grievance ID: investor@affinityglobalcap.in Website: www.affinityglobalcap.in Contact Person: Ms. Shruti Bhatotia/ Mr Anandarup Ghoshal SEBI Registration Number: INM000012838	 Cameo Corporate Services Limited Subramanian Building* 1 Club House Road, Chennai- 600 002 Tel: +91 40 6716 2222 E-mail: priya@cameoindia.com Investor Grievance e-mail: investor@cameoindia.com Website: www.cameoindia.com Contact Person: Mrs. K. Sreepriya SEBI Registration No.: INR000003753	 R. K. Fashion Accessories Limited Mr. Ravi Kumar Bahl, Company Secretary & Compliance Officer Room No. A-201, 2nd Floor, Bagree Market 71, B. R. B. Basu Road, Kolkata – 700001 Tel: +91 8282052929 Email: cs@citygirljewellery.com Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer or the BRLM or the Registrar to the Issue in case of any pre issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account and refund orders, etc.

AVAILABILITY OF PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Issue. Full copy of the Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Company at www.citygirljewellery.co.in, the website of the BRLM to the Issue at: <https://www.affinityglobalcap.in/>, the website of NSE Emerge at <https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents>, respectively.

AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: Room No. A-201, 2nd Floor, Bagree Market 71, B. R. B. Basu Road, Kolkata - 700001, West Bengal, India and the Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Issue. Bid-cum-application Forms will also be available on the website of NSE EMERGE and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the stock exchanges and SEBI.

APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA): All investors in this issue have to compulsorily apply through ASBA. The investors are required to fill the ASBA form and submit the same to their banks. The SCSB will block the amount in the account as per the authority contained in ASBA form. On allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for allotment of shares. Hence, there will be no need of refund.

For more details on the offer proceeds and how to apply please refer to the details given in application forms and abridged prospectus and also please refer to the chapter “Offer Procedure” beginning on page 407 of the Prospectus.

BANKER TO THE OFFER: Kotak Mahindra Bank Limited

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus.

For R. K. Fashion Accessories Limited
Sd/-
Md. Qasim
Managing Director
DIN: 01502252

Date: October 09, 2026.
Place: Kolkata, West Bengal

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF R. K. FASHION ACCESSORIES LIMITED.

R. K. Fashion Accessories Limited is proposing, subject to market conditions, public issue of its equity shares and has filed Prospectus with the Registrar of Companies, West Bengal. The Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in as well as on the website of the BRLM i.e., Affinity Global Capital Market Private Limited at www.affinityglobalcap.in, the website of the NSE Emerge at www.nseindia.com. Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and for details relating to same, see section titled “Risk Factors” beginning on page 38 of the Prospectus which has been filed with the ROC. The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act (the “Securities Act”) or any state securities laws in the United States, and may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of “U.S. persons” (as defined in the Regulations S under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not to subject to the registration requirements of the Securities Act of 1933.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় অব্যাহত....

রিয়াদ বিমানবন্দরে হামলায় মার্কিন নাগরিক-সহ মৃত ১২, আহত ৩০৯

রিয়াদ, ১১ অক্টোবর: সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে শনিবারের হামলায় এক মার্কিন নাগরিক-সহ অন্তত ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ৩০৯ জন। সৌদি আরবের জেনারেল অথরিটি অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে চারজন সৌদি নাগরিক, দু'জন বাংলাদেশি এবং মিশর, জর্ডন, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও সুদানের একজন করে নাগরিক রয়েছেন। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা চলছে। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

জানা গিয়েছে, হামলার পর বিমানবন্দরের কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিমানবন্দরটিও। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখছেন অধিকারিকেরা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, তিনি শীঘ্রই কোনও সিদ্ধান্ত নেননি। মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও বলেছেন, সৌদি

সিন্ধাপুরে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের গ্রুপ চিফ এক্সিকিউটিভের সঙ্গে সাক্ষাৎ নির্মলা সীতারমনের

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর: কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী নির্মলা সীতারামন সিন্ধাপুরে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের গ্রুপ চিফ এক্সিকিউটিভ বিল উইন্টার্স এবং ব্যাংকের অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও বৈঠক করেন। এই বৈঠকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রক রবিবার এক্সে একটি পোস্টে জানিয়েছে, সিন্ধাপুরে বৈঠক চলাকালীন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবং স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক গ্রুপের প্রধান নির্বাহী (চিফ এক্সিকিউটিভ) বিল উইন্টার্স বিশ্ববাজারে ভারতের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ট্রেড ফাইন্যান্স, আর্থসীমান্ত ব্যাবিৎ এবং আর্থিক প্রবাহকে শক্তিশালী করার মূল কৌশল নিয়ে আলোচনা করেছেন।

বিশ্ববাজারের সঙ্গে ভারতের ক্রমবর্ধমান সম্পৃক্ততাকে সমর্থন

ভারতের উত্থানই বিরোধীদের মাথাব্যথা, কটাক্ষ সুধাংশু ত্রিবেদীর

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর: কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধিকে তীব্র আক্রমণ করে বিজেপির রাজসভার সাংসদ ও জাতীয় মুখপাত্র সুধাংশু ত্রিবেদী দাবি করলেন, রাহুল গান্ধি কেবল সমাজে বিভাজন তৈরিতে ব্যস্ত, অথচ কেন্দ্রের বর্তমান সরকার ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত ঐক্য তুলে ধরতে প্রচেষ্টাবদ্ধ। রবিবার রাতুন দিল্লিতে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণ ও দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতির খতিয়ান তুলে ধরে বিরোধীদের নিশানা করেন তিনি।

ভারতীয় সংস্কৃতির মেলবন্ধন ও ভাষাগত সমতার প্রসঙ্গে সুধাংশু ত্রিবেদী জানান, সংসদে এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা পুরোপুরি দূর করা হয়েছে। তিনি বলেন, এখন ভারতীয় সংসদে এআইয়ের সহায়তায় ২২টি ভারতীয় ভাষায় সরাসরি লাইভ অনুবাদ পড়ার সুবিধা রয়েছে। আগে সাংসদেরা হিন্দি বা ইংরেজিতে সহজেই বলতে পারতেন, কিন্তু নিজের মাতৃভাষায় বক্তব্য রাখতে চাইলে অন্তত এক দিন

খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে এবার জরুরি অবস্থা জারি

ইসলামাবাদ, ১১ অক্টোবর: খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে এবার জরুরি অবস্থা জারি করে দিল পাকিস্তান। প্রাদেশিক সরকারের ওপর গভর্নর শাসন জারি হল। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি রবিবার জরুরি অবস্থা জারির সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছেন। এই ঘোষণার ফলে খাইবার পাখতুনখোয়ার মুখ্যমন্ত্রী-সহ গোটা মন্ত্রিসভা, উপদেষ্টামণ্ডলী এবং অ্যাডভোকেট জেনারেলকে তাদের পদ থেকে সরে যেতে হয়েছে। এখন থেকে ওই প্রদেশে গভর্নর শাসন জারি হয়েছে। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ডন জানিয়েছে, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার খাইবার পাখতুনখোয়ার মুখ্যসচিব পদে ডক্টর মুহাম্মদ ফারর আলম ইরফানকে নিয়োগ করেছে।

পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের এই প্রদেশটি দীর্ঘদিন ধরেই বিদ্রোহী হামলায় জর্জরিত। আফগানিস্তান সীমান্তবর্তী এই প্রদেশে সক্রিয় ‘তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান’ (টিটিপি)। এই বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সদস্যদের পাকিস্তানি তালিবানও

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** RNI No. **WBEN/2006/17404**, Phone: 033-4001 9663 email# **dailyekdin1@gmail.com** Editor: **Santosh Kumar Singh**

নরসিং ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ৬৯ কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোকাবা হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। RNI No. **WBEN/2006/17404**, ফোন-৩৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল **dailyekdin1@gmail.com** সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

রিয়াদ বিমানবন্দরে হামলার কড়া নিন্দা ভারতের

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর: সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-সহ একাধিক অসামরিক পরিকাঠামোয় সাম্প্রতিক হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ভারত। বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘গত কয়েক দিনে রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বারবার হামলার আমরা কড়া নিন্দা জানাচ্ছি। এর মধ্যে ১০ অক্টোবরের কাপুরুষাচিত হামলাও রয়েছে। এই হামলায় প্রাণহানি, হতাহতের ঘটনা ঘটেছে এবং সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। নিহতদের পরিবারের প্রতি আমরা সমবেদনা জানাই এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। সাধারণ মানুষ ও অসামরিক পরিকাঠামোর উপর বারবার হামলা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। অবিলম্বে এই হামলা বন্ধ হওয়া উচিত। সৌদি আরবের সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নে সে দেশের জনগণ ও সরকারের পাশে সংহতি নিয়ে দাঁড়িয়েছে ভারত। আমরা আশা করি, এই অঞ্চলে যত দ্রুত সম্ভব শান্তি ও স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরে আসবে।’

উল্লেখ্য, এর আগে মঙ্গলবার আভ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হামলা হয়। ওই ঘটনায় মরক্কো ও আলজেরিয়ার দুই মহিলার মৃত্যু হয়। আহত হন ২৮ জন। আহতদের কয়েকজনের অবস্থা সামান্য থেকে গুরুতর বলে জানা যায়। তাদের সর্বকলে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এর পর বুধবার সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হামলা হয়।

Offline Short Sealed BID-06 of 2026-27 of EE, P.W.D., BD-II for Construction of a temporary Helipad along with barricade and approach road at playground beside Katra Mosque, Lalbagh in connection with the proposed visit of the Hon'ble Chief Minister, West Bengal on 15.10.2026. in the District of Murshidabad.
Date of Publication of BID:- 11.10.2026.
Last date and time for receipt of application for issue of quotation documents:- 12.10.2026 upto 1:00 p.m.
Last date and time for publication of list of technically eligible participants:- 12.10.2026 upto 2.00 p.m.
Last date and time of receipt of Quotation in sealed envelope:- 12.10.2026 upto 3.00 p.m.
Opening of financial bid:- 12.10.2026 upto 4.00 PM.
The details can be obtained from the website <http://www.wbcpwd.gov.in> and office notice board.
Sd/- Executive Engineer, P.W.D. Berhampore Division No.II

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE e-NIT No: 11/EEE-III/EM/KMDA of 2026-27
Online Tender is invited by the Executive Engineer, Electrical Division-III, E-M Sector, KMDA, 39A/38, P.G.M. Shah Road, Kolkata-700095, from eligible agencies, for the work, **Name of Work, Estimated Value of work, Earnest Money Deposited, Time of Completion, Supply, replacement of damage Poles, Arm Bracket, luminaries of Street light including restoration of cable faults and damage works within Tahsildari Sarobar Kolkata, Rs.4,27,493/-, Rs.8,550/-, 15 working days. Last date & time of Bid submission: 27.10.2026 upto 13.00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. (KMDA-627)** www.kmda-wb.gov.in www.wbtenders.gov.in
ICA- T18905(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE e-NIT No.: EE(E&M)/JNNURM-II/T-09 of 2026-27
Online two-part percentage-premium e-tender is invited by the Executive Engineer (E&M)/JNNURM-II, E/M Sector, KMDA., 6th Floor, Umayan Bhavan, Salt Lake City, Kolkata-700091, from agencies having successfully completed the similar design work / O&M work in CWPS / RWPS / WTP, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money Deposited, Time of completion, Servicing, Testing & Commissioning of existing 10T/3T (3T Manual) EOT crane at Arati Cotton Mill booster pumping station, Howrah, under JNNURM-II division, EM sector, KMDA., Rs.3,40,855/- (this amount shall be without contingency), Rs.6,817/- (in figure, exactly 2% of the estimated cost put to this tender) (balanced amount, if any, to determine @02% of the contract/accepted amount is to be deposited by the concerned bidder before issuing of order). As per Memo No.6718-F(Y) dt.08/09/2015 and subsequent Memo No.815-F(Y) dt.23/02/2023 of the FD, Audit Branch, "the Labour Co-operative Societies are exempted from payment of Earnest Money". However, "if selected through tender, will have to furnish requisite Security Deposit for Performance of the work", 15 days. Last date & time of Online Tender submission: 30/10/2026, 14:00 hrs. for details contact the above office or visit both websites. (KMDA-622)** www.kmda-wb.gov.in www.wbtenders.gov.in
ICA- T18904(1)/2026

HALISAHAR MUNICIPALITY SHORT E-TENDER NOTICE
E-Tenders are invited by the Administrator, Halisahar Municipality, Halisahar, North 24 Parganas.
Tender No.: TENDER No: WBMA/ULB/HM/GEN-3 (2026-27) Dt. 12.10.2026, (2nd Call)
Tender Title: REPAIRING & RESTORATION OF BITUMINOUS ROAD, UNDER HALISAHAR MUNICIPALITY
Detail will be available at Website <http://wbttenders.gov.in>
Administrator, Halisahar Municipality

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/৯৮৭৪০ ৯২২২০


Emami* LIMITED
CIN: L63993WB1983PLC036030
Registered Office: Emami Tower, 687, Anandapur E M Bypass, Kolkata - 700107, West Bengal, India.
Tel: +91-33-66136264 • **Email:** investors@emamigroup.com • **Website:** www.emamiltld.in
Contact Person: Mr. Arpit Shah, ACS, Compliance Officer to the Buyback

POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF THE EQUITY SHARES OF EMAMI LIMITED (COMPANY) FOR THE BUYBACK OF EQUITY SHARES FROM THE OPEN MARKET THROUGH STOCK EXCHANGES UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED.

This post-buyback public announcement ("Post Buyback Public Announcement") is being made in accordance with the provisions of Regulation 24(vi) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018, as amended ("Buyback Regulations") regarding completion of the Buyback.

This Post Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the public announcement dated September 18, 2026 published on September 19, 2026 ("Public Announcement"). Unless specifically defined herein, the terms used but not defined in this Post Buyback Public Announcement shall have the same meaning as ascribed to them in the Public Announcement.

1. THE BUYBACK

1.1 Pursuant to the approval of its the board of directors of the Company ("Board of Directors") at its meeting held on September 17, 2026 ("Board Meeting"), approved the buyback of fully paid-up equity shares of the face value of ₹ 1/- (Rupee One Only) ("Equity Shares") of the Company, each from its shareholders /beneficial owners (other than those who are promoters, members of the promoter group, persons in control and their associates), from the open market through Stock Exchange mechanism which is not more than 10% of the aggregate of the total paid-up share capital and free reserves of the Company, which is based on the latest audited standalone and consolidated financial statements of the Company as on March 31, 2026, whichever sets out a lower amount, for an aggregate amount not exceeding ₹ 28,200.00 Lakhs (Rupees Twenty Eight Thousand and Two Hundred Lakhs Only) ("Maximum Buyback Size"), and at a price not exceeding ₹ 475.00/- (Rupees Four Hundred and Seventy Five Only) per Equity Share ("Maximum Buyback Price"), payable in cash from the open market through Stock Exchanges (the process being referred hereinafter as "Buyback"). The Maximum Buyback Size and Maximum Buyback Price do not include any other expenses incurred or to be incurred for the Buyback like filing fees, advisory fees, intermediaries fees, public announcement publication expenses, printing and dispatch expenses if any, brokerage, costs, fees, turnover charges, taxes such as securities transaction tax, goods and service tax (if any) and any other applicable taxes if any, stamp duty and other incidental and related expenses (collectively referred to as "Transaction Costs").

1.2 The Buyback commenced on September 22, 2026 and the Buyback Committee, duly constituted and authorised by the Board, at its meeting held on Friday, October 9, 2026, approved the closure of the Buyback with effect from closure of trading hours on Friday, October 9, 2026, accordingly the Buyback closed on Friday, October 9, 2026, prior to the expiry of sixty six working days from the Commencement Date (being the last day of the Buy-Back Period). Intimation of closure of the Buyback was issued to the Stock Exchanges on Friday, October 9, 2026.

1.3 Till the date of closure of the Buyback, the Company had utilized a sum of ₹ 2,81,24,10,607.90 (Rupees Two Hundred Eighty One Crores Twenty Four Lakhs Ten Thousand Six Hundred Seven and Ninety Paise Only) i.e 99.73% of the Maximum Buy-back Size (excluding Transaction Costs) authorised for the Buyback. The total number of Equity Shares bought back under the Buyback are 73,00,000 Equity Shares.

2. DETAILS OF THE BUYBACK

2.1. The Company bought back a total of 73,00,000 Equity Shares, utilizing a total of ₹ 2,81,24,10,607.90 (Rupees Two Hundred Eighty One Crores Twenty Four Lakhs Ten Thousand Six Hundred Seven and Ninety Paise Only) (excluding Transaction Costs), which represents 99.73 % of the Maximum Buyback Size. The price at which the Equity Shares were bought back was dependent on the price quoted on the Stock Exchanges during the Buyback period. The average highest price at which the Equity Shares were bought back was 403.37 /- (Rupees Four Hundred Three point Thirty Seven Only) per Equity Share while the average lowest price was 374.89 /- (Rupees Three Hundred Seventy Four point Eight Nine Only) per Equity Share. The Equity Shares were bought back at an average price of 385.26 (Rupees Three Hundred Eighty Five point Twenty Six only) per Equity Share. These prices were based on contract notes issued by IIFL Capital Services Limited (formerly known as IIFL Securities Limited) as the registered broker ("Company Broker") and excludes Transaction Cost, and have been rounded off to two decimal points.

2.2. The pay-out formalities have been completed as per settlement mechanism with the Stock Exchanges. The Company has not extinguished any Equity Shares bought back pursuant to the Buyback, the Company shall extinguish 73,00,000 equity shares bought back between September 22, 2026 and October 09, 2026 (being the last day of the Buy-Back) within 7 working days from the end of buyback period. i.e. on or before October 20, 2026.

2.3. All the Equity Shares bought back were in the demat segment from the platform of the Stock Exchanges. As the Buyback was done from the open market through the Stock Exchanges, the identity of shareholders/beneficial owners from whom Equity Shares exceeding 1% (One Percent) of the total Equity Shares bought in the Buyback is not known.

3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

3.1. The capital structure of the Company as on the date of the Public Announcement and after completion of the Buyback is set forth below:

(₹ in Lakhs)				
Share Capital		Pre Buyback (As on Date of the Public Announcement)	Post Buyback	
Authorized		-	-	
50,00,00,000 Equity Shares of Re 1/- each		5,000.00	5,000.00	
Issued Subscribed and Paid-up Capital		-	-	
43,65,00,000 Equity Shares of Re. 1/- each fully paid up		4,365.00	-	
42,92,00,000* Equity Shares of Re. 1/- each fully paid up		-	4,292.00	

**The Company is in the process of extinguishing the 73,00,000 Equity Shares bought back. The post-Buyback Issued, Subscribed and paid up Share capital is provided assuming extinguishment of all Equity Shares bought back by the Company.*

3.2. Shareholding pattern of the Company, as on September 17, 2026 ("Pre Buyback") and the proposed shareholding pattern of the Company post the completion of the Buyback as on October 9, 2026, is as shown below:

Sr. No.	Category of Shareholders	Pre Buyback (as on September 17, 2026)		Post Buyback (As on October 09, 2026)*	
		Number of Equity Share held	% to the existing Equity Share capital	Number of Equity Share held	% to the Equity Share capital
A.	Promoter and Promoter Group	23,93,93,412	54.84%	23,93,93,412	55.78%
B.	Public Shareholders	19,71,06,588	45.16%	18,98,06,588	44.22%
C1	Shares underlying DRs	-	-	-	-
C2	Shares held by Employee Trust	-	-	-	-
C.	Non Promoter-Non Public (C1+C2)	-	-	-	-
TOTAL (A+B+C)		43,65,00,000	100.00%	42,92,00,000	100.00%

Note: The Company is in the process of extinguishing the 73,00,000 Equity Shares bought back. The post-Buyback Issued, Subscribed and paid up Share capital is provided assuming extinguishment of all Equity Shares bought back by the Company.

**Based on BENPOS dated October 08, 2026 since there has been no extinguishment or buyback of shares post this date*

4. MERCHANT BANKER / MANAGER TO THE BUY-BACK

The Company had appointed the following as Merchant Banker / Manager to the Buyback:

	IIFL Capital Services Limited (formerly known as IIFL Securities Limited)
	24th Floor, One Lodha Place, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West) Mumbai 400 013 Maharashtra, India
	Tel. No.: +91 22 4646 4728
	Email: emamibuyback_2026@iiflcap.com
	Website: www.iiflcapital.com
	Investor grievance e-mail: ig.ib@iiflcap.com
	SEBI Registration No.: INM000010940
	Validity Period: Permanent (unless suspended or cancelled by SEBI)
	Contact Person: Gaurav Mittal/ Jesica Thakkar
	CIN: L99999MH1996PLC132983

For further details, please refer to the Company's website (www.emamiltld.in) and the websites of the Stock Exchanges (i.e., www.bseindia.com and www.nseindia.com).

5. DIRECTORS' RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors, accepts full responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement and for the information contained in all other advertisements, circulars, brochures, publicity materials etc., which may be issued by the Company in relation to the Buyback and confirms that this Post Buyback Public Announcement contains true, factual and material information and does not contain any misleading information. This Post-Buyback Public Announcement is issued under the authority of the resolution dated [October 9, 2026] passed by the Buyback Committee.

For and on behalf of the Board of Directors of Emami Limited

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Mr. Harsha Vardhan Agarwal	Mr. Sushil Kumar Goenka	Mr. Arpit Shah
Designation: Vice-chairman and Managing Director	Designation: Whole-time Director	Designation: Compliance Officer to the Buyback
DIN: 00150089	DIN: 00149916	Membership No: ACS 35265

Place: Kolkata
Date: October 10, 2026



সোমবার ● ১২ অক্টোবর ২০২৬ ● পেজ ১২

শোভাবাজার রাজবাড়ির দুর্গাপূজোর অর্থই আড়াই শতাক্দীরও বেশি ঐতিহ্য, ইতিহাস ও বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিচয়ের এক জীবন্ত অধ্যায়

পত্রিকা: কলকাতার দুর্গাপূজো বললেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে আলোর রোশনাই, বিশাল মণ্ডপ, থিমের বৈচিত্র্য এবং মানুষের ঢল। কিন্তু এই আধুনিক উৎসবের মাঝেও শোভাবাজার রাজবাড়ির দুর্গাপূজো আজও স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। এই পূজোর ইতিহাস জানতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হয় আঠারো শতকের কলকাতায়। প্রথমেই জানতে চাই, শোভাবাজার রাজবাড়ির দুর্গাপূজোর সূচনা কবে এবং কে করেছিলেন?

সৌমিত্রাব্যু: শোভাবাজার রাজবাড়ির দুর্গাপূজোর ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মহারাজ নবকৃষ্ণ দেবের নাম। প্রচলিত ঐতিহাসিক বিবরণ অনুসারে, ১৭৫৭ সালে তিনি এই পূজোর সূচনা করেন। সেই সময় কলকাতা আজকের মতো বিস্তৃত মহানগর হয়ে ওঠেনি। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রভাব দ্রুত বাড়ছিল। বাংলার নবাবি শাসন, ইউরোপীয় বণিকদের কার্যকলাপ এবং স্থানীয় জমিদার ও অভিজাত শ্রেণির সামাজিক অবস্থান;সব মিলিয়ে কলকাতার সমাজে বড় পরিবর্তন ঘটিছিল। মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব ছিলেন সেই সময়ের একজন প্রভাবশালী বাঙালি অভিজাত। তাঁর উদ্যোগে দুর্গাপূজো শুধু ধর্মীয় আচার হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকেনি; এটি হয়ে উঠেছিল সামাজিক সমাবেশ, আতিথেয়তা, সাংস্কৃতিক চর্চা এবং অভিজাত সমাজের পরিচয় প্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। ১৭৫৭ সালটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ ওই বছরই পলাশির যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধের পর বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতার ভারসাম্য বদলে যেতে শুরু করে। শোভাবাজার রাজবাড়ির পূজোর সূচনাকে এই ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত করে দেখা হয়। তবে পূজোর সূচনা নিয়ে প্রচলিত কাহিনির সব বিবরণ যে সমসাময়িক নথিতে সমানভাবে প্রমাণিত, এমন দাবি করা উচিত নয়।

পত্রিকা: মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের সঙ্গে এই পূজোর সম্পর্ক কি শুধু প্রতিষ্ঠাতার ভূমিকার মাধ্য়েই সীমাবদ্ধ?

সৌমিত্রাব্যু: একেবারেই নয়। নবকৃষ্ণ দেবের ব্যক্তিত্ব, তাঁর সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং তাঁর সাংস্কৃতিক রুচি;এই তিনটি বিষয়কে একসঙ্গে দেখলে পূজোটির গুরুত্ব বোঝা যায়। তিনি এমন এক সময়ে দুর্গাপূজোর আয়োজন করেছিলেন, যখন কলকাতার অভিজাত বাঙালি সমাজ নিজের সামাজিক অবস্থান প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি নতুন ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করছিল। তাঁর রাজবাড়ির পূজো ছিল সেই সময়ের সামাজিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ। এখানে ধর্মীয় অনুষ্ঠান, অতিথি আপ্যায়ন, সংগীত, নৃত্য এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আয়োজনের মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ সামাজিক পরিসর তৈরি হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে কলকাতার অন্যান্য বনেদি পরিবারও নিজস্বের পূজোকে ঘিরে অনুরূপ ঐতিহ্য গড়ে তোলে। তাই নবকৃষ্ণ দেবকে শুধু একজন পূজোর উদ্যোক্তা হিসেবে দেখলে তাঁর ভূমিকার সম্পূর্ণ মূল্যায়ন হয় না। তাঁর পূজো আঠারো শতকের কলকাতায় ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির সম্পর্ক বুঝতে সাহায্য করে।

পত্রিকা: শোভাবাজার রাজবাড়ির দুর্গাপূজোকে কলকাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বনেদি বাড়ির পূজো বলা হয় কেন?

সৌমিত্রাব্যু: এর প্রধান কারণ হলো পূজোটির দীর্ঘ ইতিহাস, পারিবারিক ধারাবাহিকতা এবং কলকাতার সামাজিক জীবনে এর ঐতিহাসিক ভূমিকা। বনেদি বাড়ির পূজো বলতে আমরা সাধারণত এমন দুর্গোৎসবকে বুঝি, যা কোনও পুরোনো অভিজাত পরিবারের নিজস্ব বাড়িতে বহু প্রজন্ম ধরে চলে আসছে। এখানে উৎসবের পরিচয় তৈরি হয় পারিবারিক ঐতিহ্য, নিষ্টি আচার, স্থাপত্য, প্রতিমার রীতি এবং বংশপরম্পরায় বহন করা স্মৃতির মাধ্যমে। শোভাবাজার রাজবাড়ির ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ১৭৫৭ সাল থেকে পূজোর প্রচলিত ইতিহাস আমাদের নিয়ে যায় ঔপনিবেশিক কলকাতার একেবারে গোড়ার দিকে। রাজবাড়ির ঠাকুরদালান, নাটমন্দির এবং ঐতিহ্যবাহী পূজোর পরিবেশ আজও সেই অতীতের স্মৃতি বহন করে চলেছে। শোভাবাজার রাজবাড়ি কলকাতার অন্যতম ঐতিহাসিক ও প্রভাবশালী বনেদি বাড়ির পূজোর ধারক, যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে শহরের দীর্ঘ সাংস্কৃতিক ইতিহাস।

পত্রিকা: এই পূজোর সঙ্গে বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতির সম্পর্ক কতটা গভীর?

সৌমিত্রাব্যু: দুর্গাপূজো বাংলার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের একটি কেন্দ্রীয় উৎসব। কিন্তু শোভাবাজার রাজবাড়ির মতো বনেদি বাড়ির পূজো আমাদের দেখায়, একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান কীভাবে বৃহত্তর সামাজিক ইতিহাসের অংশ হয়ে উঠতে পারে। আঠারো শতকের কলকাতায় পূজো ছিল অভিজাত পরিবারগুলির সামাজিক যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। সেখানে অতিথি আপ্যায়ন, সংগীত, নৃত্য, নাট্যচর্চা এবং নানা ধরনের সাংস্কৃতিক বিনিময়ের সুযোগ তৈরি হতো। একই সঙ্গে এই ধরনের আয়োজন পরিবারের সম্পদ, মর্যাদা এবং সামাজিক প্রভাবের পরিচয় বহন করত। শোভাবাজার রাজবাড়ির পূজো সেই সময়ের কলকাতার পরিবর্তনশীল সমাজকে বুঝতে সাহায্য করে। এখানে একদিকে রয়েছে বাংলার প্রচলিত শাক্ত উপাসনার ধারাবাহিকতা, অন্যদিকে রয়েছে ঔপনিবেশিক যুগে নতুন সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার ইতিহাস। পরবর্তী সময়ে কলকাতা যখন আধুনিক মহানগরে পরিণত হয়, তখনও বনেদি বাড়ির পূজো শহরের সাংস্কৃতিক স্মৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে থেকে যায়। এই পূজোর মধ্য দিয়ে আমরা শুধু দেবী দুর্গার আরাধনা দেখি না; আমরা দেখি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বহন করা পারিবারিক স্মৃতি, শিল্পরীতি, সামাজিক পরিবর্তন এবং বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ধারাবাহিকতা।

পত্রিকা: লর্ড রুইড এবং ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে এই পূজোর ঐতিহাসিক যোগসূত্র নিয়ে বহু আলোচনা হয়। বিষয়টি কীভাবে ব্যাখ্যা করেন?

সৌমিত্রাব্যু: এই প্রসঙ্গে ১৭৫৭ সালের পলাশির যুদ্ধের কথা প্রথমেই বলতে হয়। রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাহিনী বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার বাহিনীকে পরাজিত করে। এই যুদ্ধের পর বাংলায় কোম্পানির রাজনৈতিক প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। নবকৃষ্ণ দেবের সঙ্গে ক্লাইভের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলে ঐতিহাসিক বিবরণে উল্লেখ রয়েছে। প্রচলিত কাহিনি অনুযায়ী, পলাশির যুদ্ধের পর শোভাবাজার রাজবাড়িতে জাঁকজমকপূর্ণ দুর্গাপূজোর আয়োজন করা হয় এবং সেখানে ক্লাইভসহ ইংরেজ উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। ওয়ারনে হেস্টিংসের নামও এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিবরণে উঠে আসে। এই আমন্ত্রণের পেছনে একাধিক সম্ভাব্য উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত, ইংরেজ শাসক ও প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক দৃঢ় করা। দ্বিতীয়ত, নতুন ক্ষমতাকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে নিজের অবস্থান শক্তিশালী করা। তৃতীয়ত, একটি বৃহৎ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আয়োজনের মধ্য দিয়ে পরিবারের সম্পদ, আতিথেয়তা এবং সামাজিক মর্যাদা প্রকাশ করা। এখানে ধর্মীয় বিশ্বাস এবং রাজনৈতিক ব্যবহৃতাকে আলাদা করে দেখা কঠিন। সেই সময়ের অভিজাত সমাজে সামাজিক অনুষ্ঠান প্রায়ই রাজনৈতিক সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। তবে ক্লাইভকে আমন্ত্রণ জানানোর পেছনে দিক দিক ক্ষেত্র ছিল, তার প্রতিটি বিবরণকে নিশ্চিত ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়।

প্রচলিত কাহিনি, পরবর্তী সময়ের বিবরণ এবং সমসাময়িক নথির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে এই পার্থক্যগুলি স্বীকার করা জরুরি।

পত্রিকা: তাহলে কি বলা যায়, এই পূজো ছিল ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি সামাজিক ও রাজনৈতিক যোগাযোগের একটি মাধ্যম?

সৌমিত্রাব্যু: অবশ্যই, তবে সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি বুঝতে হবে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মানুষ একত্রিত হওয়া বাংলার দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য। কিন্তু অভিজাত পরিবারের বৃহৎ পূজোয় আমন্ত্রিত অতিথিদের উপস্থিতি সেই অনুষ্ঠানে একটি বিশেষ সামাজিক মাত্রা যোগ করত। পূজো উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একত্রিত করা, তাঁদের আপ্যায়ন করা, সংগীত ও নৃত্যের আসর বসানো এবং পারস্পরিক পরিচিতি তৈরি করা;এসবের মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগের পরিসর বিস্তৃত হতো। ব্রিটিশ শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে এই যোগাযোগের রাজনৈতিক গুরুত্বও ছিল। তবে পূজোটিতে শুধুমাত্র ব্রিটিশদের মনোরঞ্জনের আয়োজন হিসেবে দেখলে তার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য খাটো করা হবে। এর মধ্যে ছিল দেবী আরাধনা, পারিবারিক ঐতিহ্য, সামাজিক মর্যাদা এবং সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার বাস্তবতা। এই স্বত্মাত্মিক চরিত্রই শোভাবাজার রাজবাড়ির পূজোকে ইতিহাসের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে।

পত্রিকা: রাজবাড়ির ঠাকুরদালান ও নাটমন্দিরের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু বলুন।

সৌমিত্রাব্যু: বনেদি বাড়ির পূজোর ক্ষেত্রে স্থাপত্য শুধু পটভূমি নয়; সেটিও ঐতিহ্যের অংশ। শোভাবাজার রাজবাড়ির ঠাকুরদালান হলো পূজোর প্রধান কেন্দ্র। এর খোলা পরিসর, স্তম্ভ, খিলান এবং সামগ্রিক বিন্যাসে পুরোনো কলকাতার

বেবি চক্রবর্তীর সঙ্গে শোভাবাজার রাজবাড়ির উত্তরসূরি সৌমিত নারায়ণ দেবের কথা



অভিজাত স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। ঠাকুরদালানের কেন্দ্রে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করা হলে স্থাপত্য ও ধর্মীয় আচারের মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক তৈরি হয়। প্রতিমা, পুরোহিতের আচার, পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতি এবং দর্শনাধীদের সমাগম;সবকিছুই এই পরিসরকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়। নাটমন্দিরের গুরুত্ব আরও বিস্তৃত। ঐতিহাসিকভাবে এই ধরনের স্থান ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি সামাজিক অনুষ্ঠান, সংগীত, নৃত্য এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক আয়োজনের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। শোভাবাজার রাজবাড়ির নাটমন্দিরও সেই বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্মারক। রাজবাড়ির বিভিন্ন অংশের নির্মাণকাল এক নয়। প্রচলিত স্থাপত্য-ইতিহাস অনুযায়ী, বর্তমান নাটমন্দিরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ উনিশ শতকের ত্রিশের দশকের সঙ্গে সম্পর্কিত। ফলে রাজবাড়ির স্থাপত্যকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের সৃষ্টি হিসেবে না দেখে, দীর্ঘ সময় ধরে গড়ে ওঠা ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে দেখা উচিত। আজ এই স্থাপত্য আমাদের মনে করিয়ে দেয়, কলকাতার ইতিহাস শুধু রাস্তা, কাগিজকেন্দ্র বা প্রশাসনিক ভবনের ইতিহাস নয়; পুরোনো বাড়ি, উঠোন, ঠাকুরদালান এবং নাটমন্দিরও শহরের সাংস্কৃতিক স্মৃতি বহন করে।

পত্রিকা: শোভাবাজার রাজবাড়ির দুর্গাপ্রতিমার বিশেষ বৈশিষ্ট্য কী? আধুনিক থিমের পূজোর তুলনায় এর স্বাতন্ত্র্য কোথায়?

সৌমিত্রাব্যু: বনেদি বাড়ির পূজোয় প্রতিমার ঐতিহ্যগত রূপ বিশেষ গুরুত্ব পায়। শোভাবাজার রাজবাড়ির পূজোর পরিচিত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে সাবৈক একসালা প্রতিমা এবং ডাকের সাজের ব্যবহার। তবে নিষ্কিঁ বহরের প্রতিমার সমস্ত বিবরণ যাচাই করে নেওয়া উচিত। একসালা প্রতিমায় দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশকে একটি অভিন্ন কাঠামোর মধ্যে উপস্থাপন করা হয়। ফলে বৈপরিবারের সামগ্রিক বিন্যাস একটি নির্দিষ্ট নান্দনিক এক্স তৈরি করে। আধুনিক থিমের পূজোয় যেখানে কখনও কখনও প্রতিমার প্রচলিত রূপে বড় ধরনের পরিবর্তন দেখা যায়, সেখানে বনেদি বাড়ির পূজোয় ঐতিহ্যবাহী রূপের ধারাবাহিকতা অধিক গুরুত্ব পায়। ডাকের সাজের সঙ্গে বাংলার প্রতিমালিঙ্গের অংশ ছিল বলে জানা যায়। বাড়ির বাইরে যে ছোট কামানটি রাখা আছে, সেটি কারুকাজ এবং প্রতিমার অলংকরণে ঐতিহ্যগত নান্দনিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। অতীতে এই সাজের উপকরণ বিদেশ থেকে ডাকযোগে আসত বলে ‘ডাকের সাজ’ নামটির প্রচলন হয়েছে বলে সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। তবে সাবৈক প্রতিমা মানেই যে শিল্পকলায় কোনও পরিবর্তন হয় না, তা নয়। মুংশীলী, সাজশিল্পী ও সংশ্লিষ্ট কারিগরদের দক্ষতা প্রতিটি প্রজন্মে এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। পুরোনো নকশার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও তাঁরা কাজের গুণমান ও সূক্ষ্মতা বজায় রাখেন।

পত্রিকা: দেবী দুর্গাকে কীভাবে সাজানো হয়? তাঁর অলংকারের বিশেষত্ব কী?

সৌমিত্রাব্যু: দেবী দুর্গার সাজসজ্জা বনেদি পূজোর অন্যতম আকর্ষণ। প্রতিমার মুকুট, অলংকার, অস্ত্র, পোশাক এবং ডাকের সাজের সমন্বয়ে দেবীর ঐতিহ্যবাহী রূপ ফুটে ওঠে। এই সাজসজ্জা শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্যের বিষয় নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দেবীর শক্তি, মহিমা এবং বাঙালির ধর্মীয় কল্পনার প্রকাশ। পুরোনো বনেদি বাড়ির পূজোয় অলংকারের নকশা ও প্রতিমার সাজের ধারাবাহিকতা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পারিবারিক সংগ্রহে থাকা অলংকার বা নিষ্টি রীতিতে তৈরি সাজ ব্যবহার করা হতে পারে। তবে শোভাবাজার রাজবাড়িতে বর্তমানে কোন কোন অলংকার ব্যবহৃত হয়, সেগুলি আলল ধাতুর তৈরি কি না, অথবা কোনটি কত প্রাচীন;এসব বিষয়ে পরিবারের প্রত্যক্ষ তথ্য ছাড়া নিষ্টি দাবি করা ঠিক হবে না। এই পূজোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রতিমার সামগ্রিক ঐতিহ্যবাহী রূপ। দেবীর মুখাবয়ব, চোখের অভিব্যক্তি, অস্ত্রধারণের ভঙ্গি এবং পরিবারের পরিচিত সাজের মধ্যে এমন একটি ধারাবাহিকতা বজায় থাকে, যা দর্শকদের কাছে পুরোনো কলকাতার দুর্গোৎসবের স্মৃতি ফিরিয়ে আনে।

পত্রিকা: পূজোর দিনগুলিতে বস্ী থেকে দশমী পর্যন্ত প্রধান আচার-অনুষ্ঠানগুলি কী কী?

সৌমিত্রাব্যু: দুর্গাপূজোর প্রতিটি দিনের নিজস্ব ধর্মীয় তাৎপর্য রয়েছে। তবে বিভিন্ন পরিবারে কিছু আচার, সময়সূচি এবং পারিবারিক নিয়মের পার্থক্য দেখা যায়। শোভাবাজার রাজবাড়ির নিষ্টি বছরের পূজোয় সূচি ও পারিবারিক নিয়মের মাধ্যমে ঐতিহ্যগত ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে। বস্ীতে সাধারণত দেবীর বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাসের মতো আচার পালিত হয়। এই আচারগুলির মাধ্যমে দেবীর

আরাধনার অনুষ্ঠানিক সূচনা ঘটে। বোধনের সঙ্গে দেবীকে পূজার জন্য জাগ্রত ও আহ্বান করার ধর্মীয় ধারণা যুক্ত। সপ্তমীতে নবপত্রিকা স্নান, স্থাপন এবং পূজার গুরুত্বপূর্ণ আচারগুলি পালিত হয়। নবপত্রিকা বাংলার দুর্গাপূজোর একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহ্য। এর সঙ্গে প্রকৃতি, কৃষিজীবন এবং দেবীর বিভিন্ন শক্তির প্রতীকী সম্পর্ক রয়েছে। প্রচলিতভাবে কলাগাছসহ নয়টি উদ্ভিদকে একত্র করে নবপত্রিকা তৈরি করা হয়। অষ্টমীতে মহাষ্টমীর পূজা বিশেষ গুরুত্ব পায়। ভক্তদের কাছে এই দিনটি দেবীর আরাধনার অন্যতম প্রধান দিন। অনেক দুর্গাপূজোয় অষ্টমীর পুষ্পার্ঞ্জলি এবং সন্ধিক্ষণের বিশেষ পূজা বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়। নবমীতে মহানবমীর পূজা, হোম এবং অন্যান্য নিষ্টি আচার পালিত হতে পারে। দশমীতে দেবীকে বিদায় জানানোর আগে সিঁদুরখেলা, প্রণাম, আশীর্বাদ গ্রহণ এবং বিসর্জনের প্রস্তুতি বিভিন্ন পরিবারের রীতি অনুযায়ী অন্তর্ভুক্ত হয়। বিজয়া দশমী বাঙালির কাছে একই সঙ্গে আনন্দ, আবেগ এবং বিদায়ের দিন। শোভাবাজার রাজবাড়ির মতো বনেদি বাড়ির পূজোয় এই আচারগুলি কেবল ধর্মীয় কর্তব্য নয়; এগুলি পরিবারের বহু প্রজন্মের স্মৃতি ও পরিচয়ের ধারক। একই রকম আচার পালনের মধ্য দিয়েই ঐতিহ্যের বিশেষত্ব বজায় থাকে।

পত্রিকা: বর্তমান প্রজন্মের গুরুত্ব কী? শোভাবাজার রাজবাড়ির পূজোয় এর কোনও বিশেষ ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে কি?

সৌমিত্রাব্যু: সন্ধিপূজো দুর্গাপূজোর অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ আচার। অষ্টমী তিথির শেষ ২৪ মিনিট এবং নবমী তিথির প্রথম ২৪ মিনিট;এই দুইয়ের সন্ধিক্ষণকে কেন্দ্র করে প্রচলিত বিধি অনুযায়ী সন্ধিপূজো সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ মোট ৪৮ মিনিটের একটি বিশেষ সময়কে এই পূজার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে ধরা হয়। ধর্মীয় কাহিনিতে এই সময় দেবী চামুণ্ডার রূপে চণ্ড ও মৃত্যুকে বধ করেছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয়। তাই সন্ধিপূজোকে দেবীর শক্তি, অন্তর্ভের বিনাশ এবং শুভশক্তির প্রতিষ্ঠার প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। প্রচলিত বর্ণনায় শোভাবাজার রাজবাড়ির সন্ধিপূজোর সময় প্রদীপ জ্বালানো এবং ঐতিহ্যবাহী আয়োজনের উল্লেখ রয়েছে। অতীতে ১০৮টি মাটির প্রদীপ জ্বালানো এবং কামান দাগার মতো আচার এই পূজোর ঐতিহাসিক অংশ ছিল বলে জানা যায়। বাড়ির বাইরে যে ছোট কামানটি রাখা আছে, সেটি অতীতে মায়ের পূজোয় ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে আর কামানটি ব্যবহার করা হয় না। এ ছাড়াও দেবী দুর্গা শক্তির প্রতীক। শক্তির আরাধনায় বলির প্রথা একসময় প্রচলিত ছিল। শোভাবাজার রাজবাড়িতে অতীতে মাঙর মাছ বলি দেওয়ার রীতি ছিল, যা বর্তমানে বন্ধ। পারিবারিক স্মৃতিরেখা রয়েছে, পূর্ববর্তী প্রজন্মে শক্তির আরাধনায় বুক চিরে রক্ত নিবেদনের রীতিও প্রচলিত ছিল। পরবর্তী প্রজন্মের পক্ষে সেই রীতি পালন করা সম্ভব না হওয়ায় মাঙর মাছ বলির প্রথা চালু হয়েছিল বলে পৌঁছে দেওয়া হয় বলে জানা যায়। এর মধ্য দিয়ে পারিবারিক রীতির পাশাপাশি সামাজিক সৌহার্দ্য ও মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের একটি দিকও প্রকাশ পায়। এখানে ভোগের গুরুত্ব শুধু খাদ্যের বৈচিত্র্যে সীমাবদ্ধ নয়। দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদন, আচারবিধি মেনে প্রস্তুতি এবং প্রসাদকে ভক্তির অংশ হিসেবে গ্রহণ করার মধ্যে এর প্রকৃত তাৎপর্য রয়েছে। একই সঙ্গে পূজোকে কেন্দ্র করে রামার কাজে যুক্ত মানুষ, উপকরণ সরবরাহকারী, পুরোহিত এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে একটি সমন্বয় তৈরি হয়। এই প্রক্রিয়া উৎসবের সামাজিক দিকটিকেও সামনে নিয়ে আসে।

পত্রিকা: রাজবাড়ির পূজোয় অতীতে সংগীত, বাদ্যযন্ত্র, নৃত্য এবং সাংস্কৃতিক

অনুষ্ঠানের ভূমিকা কী ছিল?

সৌমিত্রাব্যু শোভাবাজার রাজবাড়ির ঐতিহাসিক পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও অতিথি আপ্যায়নের ঐতিহ্য। কলকাতার অভিজাত পরিবারগুলিতে ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে সংগীত, নৃত্য, নাট্য পরিবেশনা এবং বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক আসরের আয়োজন করা হতো। শোভাবাজার রাজবাড়ির নাটমন্দির ও নাচঘর এই বৃহত্তর ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। ঐতিহাসিক বিবরণে রাজবাড়িতে নৃত্য ও সংগীতের আসর বসার কথা পাওয়া যায়। সেই সময়ের সাংস্কৃতিক পরিবেশে ধ্রুপদি সংগীত, নৃত্য এবং বিভিন্ন বিনোদনমূলক পরিবেশনার গুরুত্ব ছিল। পূজোর ধর্মীয় অংশে ঢাক বাংলার দুর্গোৎসবের অপরিহার্য অনুষঙ্গ। শঙ্খধ্বনি, কাঁসর-ঘন্টা এবং উলুধ্বনিও পূজার পরিবেশকে বিশেষ মাত্রা দেয়। রাজবাড়ির পূজোর অতীতের বর্ণনায় ব্যাণপাইহার, সানাই এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কোন সময়ে কোন বাদ্যযন্ত্র কতটা ব্যবহৃত হতো, তা পৃথক ঐতিহাসিক নথি দিয়ে যাচাই করা প্রয়োজন। ডঅতীতে রাজবাড়ির সাংস্কৃতিক আসর শুধু বিনোদনের মাধ্যম ছিল না। এগুলি শিল্পীদের কর্মক্ষেত্র, অভিজাতদের সামাজিক যোগাযোগের পরিসর এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারার মিলনস্থল হিসেবেও কাজ করত। আজকের দিনে সেই আয়োজনের পরিসর ও রূপ বদলে গেলেও রাজবাড়ির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সেই ঐতিহাসিক পরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে রয়েছে।

পত্রিকা: এই পূজো তৎকালীন কলকাতার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে কী প্রভাব ফেলেছিল?

সৌমিত্রাব্যু: আঠারো ও উনিশ শতকের কলকাতায় অভিজাত পরিবারের পূজো ছিল সামাজিক মর্যাদা প্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। বড় আয়োজনের মাধ্যমে পরিবারগুলি নিজস্বের আর্থিক সামর্থ্য, সাংস্কৃতিক রুচি এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্ক তুলে ধরত। শোভাবাজার রাজবাড়ির পূজো এই প্রবণতার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। পূজোকে কেন্দ্র করে অতিথি সমাগম, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সামাজিক যোগাযোগের যে পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, তা উত্তর কলকাতার অভিজাত সমাজের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত। এই ধরনের পূজোকে ঘিরে পুরোহিত, প্রতিমালিনী, সাজশিল্পী, বাদ্যযন্ত্রী, রত্নকারী এবং নানা পেশার মানুষের কলয়ের সুযোগও তৈরি হতো। অর্থাৎ উৎসবের প্রভাব কেবল রাজপরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত না; তার সঙ্গে যুক্ত থাকত বৃহত্তর কর্মজগৎ। তবে এই আয়োজনের সামাজিক পরিসর ছিল সময়ের শ্রেণিভিত্তিক কাঠামোর দ্বারা প্রভাবিত। বনেদি বাড়ির পূজো এবং আজকের সর্বজনীন পূজোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো অংশগ্রহণের ধরন। আধুনিক বারোয়ারি ও সর্বজনীন পূজো ক্রমশ বৃহত্তর জনসমাজের অংশগ্রহণের পথ খুলে দেয়। এই পরিবর্তনের ইতিহাস বুঝতে শোভাবাজার রাজবাড়ির মতো পূজো গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলি আমাদের দেখায় কীভাবে পারিবারিক ধর্মীয় উৎসব নগরজীবনের বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অংশ হয়ে উঠেছে।

পত্রিকা: আজকের কলকাতার সর্বজনীন দুর্গোৎসবের তুলনায় শোভাবাজার রাজবাড়ি পূজোর স্বাতন্ত্র্য কোথায়?

সৌমিত্রাব্যু: আধুনিক কলকাতার দুর্গোৎসবের প্রধান আকর্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে থিমভিত্তিক মণ্ডপ, আলোকসজ্জা, শিল্পনির্ভর উপস্থাপনা এবং বৃহৎ জনসমাগম। এই বৈচিত্র্য দুর্গাপূজোকে একটি ব্যাপক নগর উৎসবে পরিণত করেছে। অনাদিছে শোভাবাজার রাজবাড়ির পূজোর মূল আকর্ষণ হলো ইতিহাস, পারিবারিক ঐতিহ্য এবং সার্বৈক পরিবেশ। এখানে কোনও একটি নতুন থিমের চমক নয়, বরং পুরোনো স্থাপত্য, ঐতিহ্যবাহী প্রতিমা এবং প্রজন্মান্তরে বহন করা আচার দর্শকদের আকর্ষণ করে। রাজবাড়ির ঠাকুরদালানে দাঁড়ালে দর্শক শুধু একটি প্রতিমা দেখেন না; তাঁরা একটি ঐতিহাসিক পরিবেশের মুখোমুখি হন। সেই পরিবেশের মধ্যে রয়েছে পুরোনো কলকাতার স্থাপত্য, অভিজাত পরিবারের সামাজিক ইতিহাস এবং বাঙালির দীর্ঘদিনের ধর্মীয় সংস্কৃতি। এখানে বনেদি বাড়ির পূজো সংরক্ষণ করে পুরোনো রীতির স্মৃতি। তবে দুটিই কলকাতার দুর্গোৎসবকে সমৃদ্ধ করে, যদিও প্রকাশের ধরন আলাদা।

পত্রিকা: সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তবু এই পূজো কীভাবে নিজের বনেদিমানি ধরে রেখেছে?

সৌমিত্রাব্যু: ঐতিহ্য চিকিয়ে রাখার জন্য শুধু পুরোনো বাড়ি বা প্রতিমা থাকলেই হয় না। প্রয়োজন পারিবারিক স্মৃতি সংরক্ষণ, আচার সম্পর্কে জ্ঞান, দক্ষ কারিগরদের সঙ্গে সম্পর্ক এবং নতুন প্রজন্মকে এই ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করা। শোভাবাজার রাজবাড়ির পূজোর ক্ষেত্রে ঠাকুরদালান, প্রতিমার সৌন্দর্য রূপ এবং নিষ্টি ধর্মীয় আচার তার পরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পূজোর সঙ্গে যুক্ত পুরোহিত, মুংশীলী, সাজশিল্পী এবং অন্যান্য কর্মীদের দক্ষতাও এই ধারাবাহিকতার জন্য জরুরি। একটি ঐতিহ্যবাহী পূজোকে সংরক্ষণ করার অর্থ এই নয় যে তার প্রতিটি সামাজিক রূপকে অপরিবর্তনীয় বলে ধরে নিতে হবে। সময়ের সঙ্গে নিরাপত্তা, দর্শনাধীদের ব্যবস্থাপনা, পরিবেশগত দায়িত্ব এবং ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যের রক্ষণাবেক্ষণের মতো নতুন বিষয় সামনে আসে। এই পরিবর্তনগুলির মধ্যে পূজোর মূল ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় বজায় রাখাই আসল চ্যালেঞ্জ। সেই সঙ্গে ইতিহাসের তথ্য যথাযথভাবে নথিভব্ব করা এবং প্রচলিত কাহিনি ও যাচাই করা তথ্যের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট রাখাও জরুরি।

পত্রিকা: বর্তমান প্রজন্মের কাছে এই পূজোর বার্তা কী?

সৌমিত্রাব্যু: বর্তমান প্রজন্মের কাছে শোভাবাজার রাজবাড়ির দুর্গাপূজো অতীতের জ্ঞানার একটি সুযোগ। কলকাতার ইতিহাস শুধু পাঠ্যবইয়ের ঘন্টা দিয়ে বোঝা যায় না; পুরোহিত বাড়ি, মন্দির, ঠাকুরদালান, উৎসব এবং পারিবারিক স্মৃতির মধ্যেও সেই ইতিহাস জীবন্ত থাকে। এই পূজো আমাদের শেখায়, একটি উৎসবের পরিচয় শুধু তার জাঁকজমকের উপর নির্ভর করে না। তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মানুষের বিশ্বাস, শিল্পীর দক্ষতা, পরিবারের দায়িত্ব এবং সমাজের পরিবর্তনের ইতিহাসও সমান গুরুত্বপূর্ণ। নতুন প্রজন্ম যদি এই ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হয়, তবে তারা বুঝতে পারবে কলকাতার দুর্গাপূজো কীভাবে সময়ের সঙ্গে বদলেছে। একই সঙ্গে তারা উপলব্ধি করবে, পুরোনো ঐতিহ্য সংরক্ষণ মানে শুধু অতীতকে আঁকড়ে থাকা নয়; বরং অতীতকে বুঝে ভবিষ্যতের জন্য তার মূল্যবান অংশগুলি রক্ষা করা।

পত্রিকা: সবশেষে, শোভাবাজার রাজবাড়ির দুর্গাপূজোকে এক বাক্যে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

সৌমিত্রাব্যু: শোভাবাজার রাজবাড়ির দুর্গাপূজো হলো কলকাতার ইতিহাস, বাঙালির ধর্মীয় বিশ্বাস, বনেদি পরিবারের স্মৃতি এবং বাংলার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের এক জীবন্ত মিলনক্ষেত্র। এর গুরুত্ব কেবল পূজোর ব্যসে নয়, বরং এই উৎসবের মধ্য দিয়ে আমরা যে ইতিহাস, শিল্প, স্থাপত্য, সামাজিক পরিবর্তন এবং প্রজন্মান্তরে ধারাবাহিকতা দেখতে পাই, তার মধ্যে নিহিত। আজকের মতো পরিবর্তনশীল কলকাতায় এই পূজো আমাদের মনে করিয়ে দেয়;ঐতিহ্যকে সত্যিকার অর্থে বাঁচিয়ে রাখতে হলে তাকে জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে দায়িত্বের সঙ্গে পৌঁছে দিতে হবে। শোভাবাজার রাজবাড়ির দুর্গাপূজোকে বুঝতে হলে তাকে শুধু একটি প্রাচীন ধর্মীয় উৎসব হিসেবে দেখলে চলবে না। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আঠারো শতকের কলকাতার রাজনৈতিক পরিবর্তন, মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের সামাজিক অবস্থান, ব্রিটিশ শাসনের প্রাথমিক পর, অভিজাত সমাজের সাংস্কৃতিক রুচি এবং বাংলাে ঐতিহ্যবাহী প্রতিমালিঙ্গের ইতিহাস। ১৭৫৭ সাল থেকে প্রচলিত এই পূজোর ইতিহাস আমাদের সামনে তুলে ধরে এমন একটি সময়কে, যখন কলকাতা ধীরে ধীরে একটি গুরুত্বপূর্ণ নগরকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠছিল। রাজবাড়ির ঠাকুরদালান, নাটমন্দির এবং সার্বৈক প্রতিমার ঐতিহ্য সেই অতীতের স্মৃতি বহন করে চলেছে। তবে ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে ইতিহাসের প্রতিটি প্রচলিত কাহিনিকে যাচাই ছাড়া সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা উচিত নয়। নিঃসন্দেহ লর্ড ক্লাইভের উপস্থিতি, আমন্ত্রণের উদ্দেশ্য এবং নিষ্টি আচারগুলির বিবরণে ঐতিহাসিক নথি ও পারিবারিক স্মৃতির মধ্যে পার্থক্য বোঝা জরুরি। আজকের থিমভিত্তিক ও সর্বজনীন দুর্গোৎসবের যুগে শোভাবাজার রাজবাড়ির পূজোর স্বাতন্ত্র্য তার ঐতিহাসিক পরিবেশ, পারিবারিক ধারাবাহিকতা এবং সার্বৈক পরিচয়ে। এই পূজো আমাদের শেখায়, ঐতিহ্য কোনও স্থির অতীত নয়; মানুষের বিশ্বাস, শিল্পচর্চা ও সামাজিক স্মৃতির মধ্য দিয়ে তা বর্তমানেও বেঁচে থাকে। শোভাবাজার রাজবাড়ির দুর্গাপূজো তাই শুধু উত্তর কলকাতার একটি ঐতিহাসিক উৎসব নয়;এটি বাংলার সাংস্কৃতিক পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে সংরক্ষণ ও পরিচিত করে তোলা আমাদের সকলের দায়িত্ব।

